ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 March, 2024 ■ আগরতলা ৯ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ২৫ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লোকসভা ভোটের প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস, পশ্চিম ত্রিপুরায় আশিস

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

আশিস কুমার সাহা

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রথম প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল কংগ্রেস। ৩৯ জন প্রার্থীর মধ্য রয়েছেন দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। কেরলের ওযানাড কেন্দ্রের সাংসদ রাহুল এ বারেও ওই কেন্দ্রেই প্রার্থী হচ্ছেন। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী আশিস কুমার সাহা।

লোকসভা নির্বাচনের জন্য নয়টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রার্থীদের প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছে। দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি দ্বারা কেরালার ওয়েনাড থেকে রাহুল গান্ধী সহ প্রার্থী তালিকাটি প্রকাশ করেছেন।প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, আজ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল এ বিষয়ে মল্লিকার্জুন খার্গে, সোনিয়া গান্ধী সহ বরিষ্ঠ নেতারা উপস্থিততে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গুজরাট থেকে কার্যত বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী।ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বঘেল এ বার লোকসভার ভোটে লড়তে চলেছেন। ভূপেশ প্রার্থী হচ্ছেন রাজনন্দগাঁও কেন্দ্রে। কেরলের তিরুঅনন্তপুরমে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শশী থারুর এ বারও ভোটে লড়বেন। ত্রিশূরে লড়বেন ভাদাকারার বিদায়ী সাংসদ কে মুরলীধরন। তিনি কেরলের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে করুণাকরনের পুত্র। মুরলীধরনের বোন পদ্মজা বৃহস্পতিবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন।

বিজেপির সাথে জোটে তিপরা মথা

তাতে রাজ্যে বিরোধী নেই এই আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগলে চলবে না ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ ।। বিজেপির সাথে জোটে তিপরা মথা সামিল হয়েছে, তাতে রাজ্যে বিরোধী নেই এই আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগলে চলবে না। আজ আগরতলা টাউন হলে আয়োজিত বিজেপি ২.০ জোট সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে দলীয় কর্মীদের সতর্ক করে একথা বলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিন তিনি বলেন, আগামীদিনে ভারত নির্মাণের জন্য ত্রিপুরাবাসীর পরামর্শ নেওয়া হবে। মূলত সমাজের প্রত্যেক অংশের মানুষের জন্য কি করা উচিত ত্রিপুরাবাসীর কাছ থেকে তার পরামর্শ নেওয়া হবে।

তাঁর কথায় ,২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিজেপির যেই বিশ্বাস নিয়ে লড়াই শুরু হয়েছিল। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সেই বিশ্বাস নিয়ে লড়াই করতে হবে। তিপরা মথা বিজেপিতে যোগদান করেছে, রাজ্যে বিরোধী দল নেই। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে লড়াই করতে হবে না। তা ভাবলে একদম ভুল।

এদিন তিনি সিপিএমের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, ত্রিপুরার কংগ্রেস ও সিপিএমের অস্তিত্ব প্রায় মুছে গেছে। কারণ, ত্রিপুরাবাসীর সমৃদ্ধি কখনো কমিউনিস্ট চায় নি। ২৫ বছরের টানা সিপিএমের রাজত্বে ৩৫ বছরের অভিজ্ঞতাপূর্ন মুখ্যমন্ত্রী মাত্র ১৪ হাজার কোটি টাকার বাজেট পেশ করতেন। কিন্তু ৬ বছরের শাসনকালে বিজেপি সরকার দ্বিগুন বাজেট পেশ করেছে।

তাঁর আরও কটাক্ষ, লক্ষী ও সরস্বতীর যখন এক হয় তখন রাজ্য সমৃদ্ধিশীলে পরিণত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় কমিউনিস্টদের কাছে দুইটাই ছিল না। কারণ, কমিউনিউস্ট কোনো সনাতনকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের সমৃদ্ধি হয়েছে। এখন বিভিন্ন রাজ্যের জনগণের কাছে ত্রিপুরার নাম সুপরিচিত।এদিন তিনি লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার জন্য রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। ত্রিপুরা থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে নরেন্দ্র মোদীর হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। ১ লক্ষের ভোটের ব্যবধানে বিরোধী দলের প্রার্থীকে হারাতে হবে বলেন তিনি।

তাছাড়া, আজ ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির উদ্যোগে আগরতলায় বিকশিত ভারত মোদি কি গ্যারান্টি কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে।

শিক্ষকের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে উধাও দুই নাবালক ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ ।। শিক্ষকের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে উধাও দুই নাবালক ছাত্র। ওই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুই পরিবারের সদ্যসরা পূর্ব আগরতলা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে গৃহ শিক্ষকের বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল দুই অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। একজনের বড়জলার বাসিন্দা অঙ্কন চক্রবর্তী এবং অপরজন উজান অভয়নগরের বাসিন্দা পৃথিবী দেববর্মা। দুই জনই শহরের মঠচৌমুহনি এলাকা একই গৃহ শিক্ষকের বাড়িতে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর তারা সামাজিক মাধ্যমে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি জানিয়েছে। সাথে সাথে পরিবারের সদ্যসরা পূর্ব আগরতলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির সাথে জোটে গেলেও

লোকসভা নির্বাচনে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে প্রার্থী দেবে তিপরা মথা ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ ।। বিজেপির সাথে জোটে গেলেও লোকসভা নির্বাচনে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে নিজেদের প্রার্থী দেবে তিপরা মথা। শুক্রবার নিজের সামাজিক মাধ্যমে এমনটাই জানিয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। আজ নিজের সামাজিক মাধ্যমে তিনি বলেন, এই লোকসভা নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থী দেবে তিপরা মথা। দলের প্রতীক যায় থাকুক, তবে প্রার্থী বাছাই করবেন প্রদ্যুৎ। তিনি বলেন, বিজেপির সঙ্গে জোটে যাওয়ায় তিপরা মথার অবস্থান নিয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছেন জনজাতিরা। তবে জনজাতিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ক্যাবিনেটে দুজন মন্ত্রী পাঠানোর পেছনে কারণ একটাই। যেন মন্ত্রী সভায় জনজাতিদের হিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে কেউ থাকেন। সেই জন্যেই দুজন তিপরা মথার নেতৃত্বদের মন্ত্রী হিসেবে ক্যাবিনেটে পাঠানো হয়েছে। এদিন তিনি আরো বলেন, দিল্লিতেও একইভাবে এমন কাউকে পাঠানো হবে যে দিল্লিতে গিয়ে তার সুর বদল করবে না। বরং জনজাতিদের সুবিধা অসুবিধা সবকিছু তুলে ধরবে। আর সেই প্রার্থী প্রদ্যুৎ কিশোর নিজেই বাছাই করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিক সামাজিক মাধ্যমে ভিডিওতে তিনি বলেন, আমরা বিজেপির মন্ত্রীদের বোঝাপড়া করিনি, করেছি ভারত সরকারের সঙ্গে। ভারত সরকার স্বীকার করেছে যে ইতিহাসে জনজাতিদের সঙ্গে ভুল হয়েছে। তাই ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তির পর তাদের উপর ভরসা করা আমাদের দায়িত্ব। জনজাতিদের ভরসা রাখতে আহ্বান করেন তিনি। উল্লেখ্য, তিপরা মথার দুই বিধায়ক মন্ত্রীসভায় যোগদান করার পরে জনজাতিদের কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। আর এদিন সামাজিক মাধ্যমে এসে সেটাই দূর করার চেষ্টা চালালেন প্রদ্যুৎ কিশোর। এদিকে লোকসভা নির্বাচনে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে কে হতে চলেছে প্রার্থী তার দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

বহি:রাজ্যে যাওয়ার পথে চার রোহিঙ্গা পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ মার্চ ।। আবারো চার রোহিঙ্গা ধর্মনগর থানার পুলিশের জালে। তাঁরা দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিলেন।

তাঁরা হলেন, কক্সবাজারের ১ নম্বর ক্যাম্পের মোহাম্মদ আরব(২২) ,সামিয়া(২০) , ইসমাতারা (১৭), হাকিম পাড়া ১৪ ক্যাম্প নম্বরে ইশা(১৫)। এরা বাংলাদেশের দালাল আব্দুল্লাহকে প্রতিজন ৩০ হাজার টাকা করে দিয়ে ভারতে চোরাই পথে প্রবেশ করেছে। এরা হায়দ্রাবাদে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে ধর্মনগর এসেছিল।

আরও জানা গিয়েছে, ক্যাম্পে তাঁদেরকে যে অল্প কিছু টাকা-পয়সা এবং চাল ডাল দেওয়া হয়েছিল সেগুলি বিক্রি

অবিজেপি সবকটি রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান মানিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ ।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে অবিজেপি সবকটি রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন পলিটব্যুরোর সদস্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

বিজেপিকে মোকাবেলা করতে এবং গণতন্ত্রের মূল্যবোধকে অক্ষুন্ন রাখার তাগিদেই এ ধরনের পদক্ষেপে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের লড়াইয়ে যোগ দেওয়ার জন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সাথে অবিজেপি রাজনৈতিক দলগুলিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মানিক সরকার বর্তমান সরকারের অবস্থার অবনতিকে তুলে ধরেন।

তিনি অভিযোগ করেন রাজ্যে আইনের শাসন নেই।আইনের শাসনের অভাবে মহিলাদের উপর হামলা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইন প্রয়োগকারীরা বিচার চাইতে চাইতে আসা লোকজনদের নিরুৎসাহিত করে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। আত্মহত্যার ঘটনা বৃদ্ধির ঘটনায় তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার ব্যর্থ বলে অভিযোগ করেন।

পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করেন। সরকারের নেতিবাচক কার্যকলাপের ফলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বেকার যুবতীদের সরকারের প্রতি মোহ ভঙ্গ হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।তিনি নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য অন্যান্য ২৬টি রাজনৈতিক দলের সাথে বামফ্রন্টের জোটের উপর জোর দিয়ে এই ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

বেকারত্বের সমস্যাকে উল্লেখ করে সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন কর্মসংস্থানের অভাবে বেকার যুবক যুবতীরা বিপথগামী হয়ে নেশায় আচ্ছন্ন হচ্ছে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জান। তিনি বিধানসভায় বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার প্রচেষ্টার নিন্দা জানান। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে নিজ বিধানসভা এলাকায় শুভেচ্ছায় ভাসলেন মন্ত্রী অনিমেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৮ মার্চ ।। মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পর নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে সংবর্ধনায় রীতিমতো আপ্লুত অনিমেষ দেববর্মা। খোয়াই আশারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তিপরা মথা দলের বিধায়ক অনিমেষ দেববর্মা সদ্য রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার পর শুক্রবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রটি পরিদর্শনে আসেন। তুলাশিখর কমিউনিটি হলে দলীয় কর্মী ও নেতৃত্বদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে উনাকে দলের আশারামবাড়ী ব্লক কমিটির উদ্যোগে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা, এমডিসি অনন্ত দেববর্মা, আশারামবাড়ি ব্লক কমিটির সভাপতি খকেশ দেববর্মা সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্বরা। এদিন তুলাশিখরে মন্ত্রী আসার পর তিপরা মথা দলের কর্মী সমর্থকরা স্বাগত জানান।

মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা জানিয়েছেন, এই আশারামবাড়ী কেন্দ্রটি থেকে ইতিপূর্বে দশরথ দেব, বিদ্যা দেববর্মা, অঘোর দেববর্মাদের মত নেতৃত্বরা মন্ত্রী থাকার পরও এই বিধানসভা এলাকাটির কোন উন্নয়নই হয়নি। তিনি আশা প্রকাশ করেন উনাকে রাজ্য মন্ত্রিসভায় যে দপ্তরই দেওয়া হোক না কেন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তিনি উনার কর্তব্য পালন করবেন।

সেইসঙ্গে তিনি জানান যেহেতু আশারামবাড়ি বিধানসভা এলাকাটির বাস্তব উন্নয়ন এখনো হয়নি তিনি চাইবেন এই বিধানসভা এলাকার প্রত্যেকটি জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন হোক।সেই দিশাতেই তিনি কাজ করবেন। রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণের পর তিনি প্রথমে তুলাশিখর পরে চাম্পাহাওর, বেহালা বাড়ি এবং আশারামবাড়িতে দলীয় কর্মী ও নেতৃত্বদের সঙ্গে দেখা করেন এবং উনাকে সেখানেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

ফের নাবালিকার বিয়ে ভাঙলো চাইল্ডলাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ৮ মার্চ ।। আঠারো বছরের নিচে কোন বালিকাকে বিয়ে দেওয়া যাবে না। আদালতের নির্দেশে ভারত সরকারের পাশাপাশি প্রতিটি রাজ্য সরকার এই আইন লাগু করেছে। তথাপি এই আইন ভঙ্গ করে নাবালিকাদের বিয়ে হচ্ছে। এইরূপ একটি বিয়ের সংবাদ পেয়ে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা তৎপর হয়ে উঠে। এবারের ঘটনাটি ঘটেছে ফটিকরায় বিধানসভার আসামবস্তি মণিপুরী পাড়ায়। তবে নাবালিকার বিয়ে ভেস্তে যায়। চাইল্ড লা ইন কর্মীরা বিয়ে বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয়েছে। চাইল্ড লাইনের কর্মীদের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে ওই এলাকায় এক নাবালিকার বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাল বিলম্ব না করে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় চাইল্ড লাইনের কর্মীরা। সেখানে গিয়ে ঐ নাবালিকার জন্মের প্রমাণপত্র প্রথমে যাচাই করতে শুরু করে। জন্মের তারিখ দেখে জানতে পারে যে ঐ নাবালিকার বয়স মাত্র ১৭ বছর।

চাইল্ড লাইন কর্মীরা তার পিতা মাতা এবং অন্যান্য অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনায় বসে। অপ্রাপ্ত বয়সে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের প্রায় ২ কোটি টাকার গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ ।। আসাম রাইফেল ও ডিআরআই যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ৪৫২ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১.৯২ কোটি টাকা হবে।

জানা গিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আসাম রাইফেলের কাছে খবর আসে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরের দুই বাড়িতে সশস্ত্র ডাকাত দলের হামলা, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ ।। আবারও শহরের দুটি বাড়িতে সশস্ত্র ডাকাত দলের হামলা। রাতের আঁধারে অস্ত্র দেখিয়ে বাড়ির তিনজনকে আহত করে লুটপাট চালায় ডাকাত দল। ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে। পাশাপাশি শহরের বুকে এধরনের ঘটনায় শহরের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ডাকাতির খবর পেয়ে শুক্রবার সকালে তদন্ত করতে ঘটনাস্থলে গিয়েছেন খোদ অতিরিক্ত পুলিশ মহানির্দেশক অনুরাগ ধ্যানকর।

সাথে ডগ স্কোয়াড সহ ফরেনসিক টিমও পুরো ঘটনা তদন্ত করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে বলদাখাল এলাকার সঞ্জয় পাল ও আড়ালিয়া ঘোষ পাড়া এলাকার মিহির দেবনাথের বাড়ি সশস্ত্র ডাকাতের দল হানা দিয়েছে। দা, সাবল ও কুড়োল নিয়ে ডাকাতের ঘটনা সংঘটিত করে। সঞ্জয় পালের বাড়ির তিনজনকে আহত করে সর্বস্ব লুট করে পালিয়েছে। ওই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০◘ সংখ্যা ১৫০ ◘ ৯ মার্চ ২০২৪ ইং ◘ ২৫ ফাল্গুন ◘শনিবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সত্যম শিবমসুন্দরম

দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন মহা শিবরাত্রি। শিবরাত্রি হইল সনাতন ধর্মের উৎসব। শীতের শেষের দিকে এবং গ্রীষ্মের আগমনের আগে অমাবস্যার আগের রাত থেকে মহা শিবরাত্রি হিসেবে পালন করা হয়। মহা শিবরাত্রি হইল হিন্দু দেবতা শিবকে উৎসর্গ করা একটি বার্ষিক উৎসব এবং হিন্দু ধর্মের - শৈব ধর্মের ঐতিহ্য , এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মনোবাসনা পূর্ণ করিবার প্রত্যাশায় শিবের আরাধ্যায় উঠেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। বাঙালির বারো মাসেই তেরো পাবন। এই তেরো পার্বণের অন্যতম পার্বণ মহা শিবরাত্রি। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে পালিত হয় মহা শিবরাত্রি। শিব পুরাণ অনুসারে, শিবরাত্রির দিন শিব সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মহা তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলেন ও এই দিনেই দেবাদিদেব মহাদেব ও মাতা পার্বতী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। তাই মহা সমারোহের সঙ্গে পালিত হয় এই মহা শিবরাত্রির ব্রত।নিষ্ঠাভরে পুজো দিতে দেখা যায় ৮ থেকে ৮০ সকলকেই। মহাশিবরাত্রি হল হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ আরাধ্য দেবাদিদেব মহাদেব 'শিবের মহা রাত্রি'। এই মহাশিবরাত্রি ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে পালিত হয়। ইতিহাস অনুসারে, শিবরাত্রি মাসের সবচেয়ে অন্ধকার রাত।তবে বেশিরভাগ মানুষ বিশ্বাস করে যে শিবরাত্রি মানে শিব এবং শক্তির বিবাহ উদযাপন করা।শিব এবং পার্বতী উভয়ই প্রেম, শক্তি এবং ঐক্যের প্রতীক।

শিব চতুর্দশীর রাত্রিতে উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ নির্বিশেষে শিবের মাথায় দুধ, ডাবের জল ঢেলে এবং ফুল ও বেলপাতা দিয়া শিবের পূজা করেন। বিভিন্ন জায়গাতে মহাশিবরাত্রি খুব ধুমধাম করে পালন করা হয়। শিবলিঙ্গ হচ্ছে শিবের প্রতীক। শিব হলো হিন্দু সমাজের প্রধান এবং আদি দেবতা। এজন্যই বলা হয় দেবাদিদেব মহাদেব। রামায়ণ যুগেরও আগে, বিভিন্ন কারণে যেখানে শিবের জটিল মূর্তি তৈরি করিয়া পূজা করা সম্ভব হয়নি, সেখানে অপেক্ষাকৃত নির্মাণ পদ্ধতি সহজ বলিয়া শিবের প্রতীক হিসেবে শিবলিঙ্গের পূজার প্রচলন হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য প্রভাবও তা খুব একটা কমাইতে পারেনি। ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'সত্যমশিবমসুন্দরম এই তিনটি শব্দের মধ্যেই শিব শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। শিব ও সত্য পরস্পর এক ও অভিন্ন। তাই শিবপূজায় সত্য জীবন যাপনের জন্য সংকল্প করিতে হয়। ঐ সত্যনিষ্ঠা মন বাক্য ও আচরণে সর্বদা যত্ন সহকারে পালন করা হইলেই পরম সুন্দর শিব-চেতনায় মনটা ভরিয়া ওঠে।

হিন্দু ধর্মে শিব চতুর্দশীর মাহাত্ম্য অনেক। পুণ্যার্থীরা শিবের জন্যে ব্রত পালন করেন। দিনভর চলে নানা ধর্মীয় রীতি পালন। "শিবরাত্রি" কথাটা দুটি শব্দ থেকে আসিয়াছে।এটি হিন্দুধর্মের একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব , যাহা জীবন এবং জগতে 'অন্ধকার এবং অজ্ঞতাকে জয় করিবার' স্মরণে চিহ্নিত করে। এটি শিবকে স্মরণ করে এবং প্রার্থনা, উপবাস , এবং সততা, অন্যকে আঘাত না করা, দাতব্য, ক্ষমা এবং শিবের আবিষ্কারের মতো নৈতিকতা এবং গুণাবলীর উপর ধ্যান করে পালন করা হয়। প্রচণ্ড ভক্তরা সারারাত জেগে থাকেন। অন্যরা শিব মন্দিরগুলির একটিতে যান বা জ্যোতির্লিঙ্গে তীর্থযাত্রায় যান। খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে উৎসবের উৎপত্তি বলিয়া মনে করা হয়।

কাশ্মীর শৈব ধর্মে , উৎসবটিকে কাশ্মীর অঞ্চলের শিব ভক্তরা হর-রাত্রি বা উচ্চারণগতভাবে সহজ হেরথ বা হেরাথ বলে।'মহাশিবরাত্রির শিবের জাগ্রত রাতের সময়, আমাদের ধ্বংস এবং পুনর্জন্মের মধ্যে

ব্যবধানের মুহূর্তে নিয়ে আসা হয় ; এটি সেই রাতের প্রতীক যখন আমাদের অবশ্যই সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে যাহা ক্ষয় থেকে বৃদ্ধির দিকে নজর রাখে। মহাশিবরাত্রির সময় আমাদের তলোয়ার নিয়া একা থাকিতে হইবে , শিব আমাদের বাইরে। আমাদের পিছনে এবং আগে তাকাইতে হইবে, আমাদের হৃদয় থেকে কোন মন্দকে নির্মূল করিতে হইবে, আমাদের কী পুণ্যের বৃদ্ধিতে উতাহিত করিতে হইবে। শিব শুধু আমাদের বাইরে নয়, আমাদের মধ্যেই আছেন। এক আত্মার সাথে নিজেদেরকে একত্রিত করা মানে আমাদের মধ্যে থাকা শিবকে চিনিতে পারা।'

হিন্দুধর্মের শৈব ঐতিহ্যে মহা শিবরাত্রি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দিনের বেলায় পালিত বেশিরভাগ হিন্দু উৎসবের বিপরীতে, মহা শিবরাত্রি রাতে পালিত হয়। তদুপরি, বেশিরভাগ হিন্দু উৎসবের বিপরীতে যাহা সাংস্কৃতিক আনন্দের প্রকাশকে অন্তর্ভুক্ত করে, মহা শিবরাত্রি একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান যার অন্তর্নিহিত ফোকাস, উপবাস, শিবের উপর ধ্যান, স্ব-অধ্যয়ন, সামাজিক সম্প্রীতি এবং শিব মন্দিরগুলিতে সারা রাত জাগরণ করিবার জন্য উল্লেখযোগ্য।

উদযাপনের মধ্যে রহিয়াছে জাগরণ , সারা রাত জাগরণ এবং প্রার্থনা বজায় রাখা, কারণ শৈব হিন্দুরা এই রাতটিকে শিবের মাধ্যমে নিজের জীবনে এবং জগতে 'অন্ধকার এবং অজ্ঞতাকে জয়' হিসাবে চিহ্নিত করে। শিবকে ফল, পাতা, মিষ্টি এবং দুধের নৈবেদ্য দেওয়া হয়, কেউ কেউ শিবের বৈদিক বা তান্ত্রিক উপাসনার সাথে সারাদিন উপবাস করেন এবং কেউ কেউ ধ্যান যোগ করেন। শিব মন্দিরে, শিবের পবিত্র পঞ্চাক্ষর মন্ত্র , 'ওম নমঃ শিবায় 'সারা দিন জপ করা হয়। ভক্তরা শিব চালিসা নামক স্তোত্র পাঠের মাধ্যমে শিবের প্রশংসা করেন।'

মহাশিবরাত্রি হিন্দু ধর্মের অন্যতম বিশিষ্ট উৎসব। এই তিথিতে উপবাস ও শিব পুজোর বিধান রয়েছে। সিদ্ধি, ধুতরো, আকন্দ, দুধ, দই, মধু, গঙ্গাজল নিবেদন করে শিব পুজো করা হয়ে থাকে। চলতি বছর ৮ মার্চ মহাশিবরাত্রি। পৌরাণিক ধারণা অনুযায়ী এই দিনই জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে প্রকট হয়েছিলেন শিব। আবার এই তিথিতেই শিব-পার্বতীর বিবাহ হইয়াছিল। তাই মহাশিবরাত্রি তিথি নানান দিক দিয়ে মাহাত্ম্যপূর্ণ। শাস্ত্র মতে এই তিথিতে ৪ প্রহরে শিব পুজোর বিশেষ মাহাত্ম্য রহিয়াছে। শাস্ত্র মতে চার প্রহরে শিব পুজো করিলে ব্যক্তি সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পায়। পাশাপাশি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করে।'

রুক্মিণী দেবী আরুন্ডেল এর ১২০ তম জন্মদিনে নৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

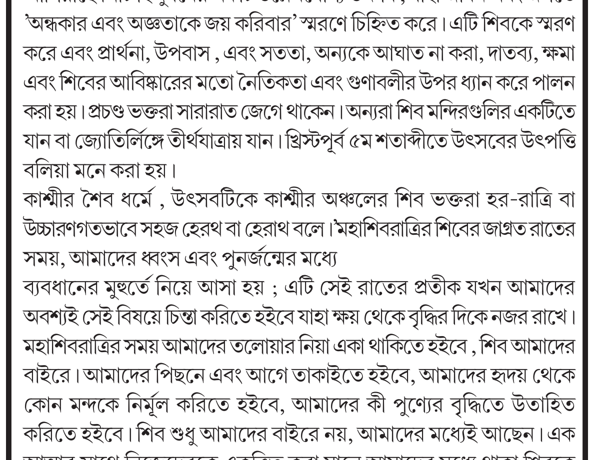

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা,৮ মার্চ।। ২৯ ফেব্রুয়ারি , ২০২৪ " রিদম স্যোশাল এন্ড কালচারাল অরগানাইজেশন " এর উদ্যোগে আগরতলার রবীন্দ্র পরিষদে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক নান্দনিক শাস্ত্রীয় নৃত্যানুষ্ঠান "নির্মাল্য"। প্রখ্যাত ভরতনাট্যম শিল্পী তথা থিয়সফিস্ট রুক্মিণী দেবী আরুন্ডেল এর ১২০ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের স্বনামধন্য ভরতনাট্যম শিল্পী এবং নৃত্যগুরু তথা শচীন দেব বর্মন সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পদ্মিনী চক্রবর্তী, প্রখ্যাত নাট্যব্যাক্তিত্ব শ্রী বিজয় সিং এবং সঙ্গীত নাটক একাডেমির উত্তর - পূর্ব শাখার প্রজেক্ট ডিরেক্টর তথা বিখ্যাত ওডিসি নৃত্যশিল্পী সর্বানী নন্দী। রিদম "এর কর্ণধার সংহিতা ঘোষের স্বাগত বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, শচীন দেব বর্মণ স্মৃতি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের সূচনা লগ্ন থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত পাশ করা কৃতি ছাত্রছাত্রীদের এই অনুষ্ঠানে শিল্পী হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এই জাতীয় উদ্যোগ এই প্রথম।

এই নৃত্য সন্ধ্যায় ত্রিপুরা রাজ্যের মোট আটজন নবীন ও প্রবীণ শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। অজন্তা বর্ধন রায় ত্রিপুরার একজন জনপ্রিয় ভরতনাট্যম শিল্পী। এদিন তিনি পরিবেশন করেন একটি গুরুবন্দনা এবং গণেশস্তুতি। তাঁর পরিবেশনাটি ছিল মনোমুগ্ধকর। শাশ্বতী দেব দত্ত দীর্ঘ বিরতির পর পুনরায় নৃত্যচর্চা শুরু করেছেন। তাঁর এদিনের পরিবেশনায় ছিল একটি শ্লোকম। শিল্পী বাঁশরী গুপ্ত ত্রিপুরার নৃত্য জগতে অপর একটি জনপ্রিয় নাম। তিনি পরিবেশন করেন আলারিপু। শিল্পী গোপাল ভট্টাচার্য , ভরতনাট্যম নৃত্যে যাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য, এই অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থাপিত করেন পুষ্পাঞ্জলি এবং তোডায়াম। রিদমের কর্ণধার সংহিতা ঘোষ এদিন উপস্থাপিত করেন দেবী দুর্গার উপর আধারিত একটি কির্তনম। অপরূপ শরীরী বিভঙ্গ এবং অনবদ্য অভিব্যক্তি তাঁর পরিবেশনায় একটি আলাদা মাত্রা যোগ করে। শিল্পী শুভঙ্কর চক্রবর্তীর পরিবেশনায় এদিন প্রাণ পায় মহাদেবের উপর আধারিত কীর্তনমটি। তাঁর অসাধারণ পারফর্মেন্স এ একাধারে প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে মহাদেবের রুদ্র এবং শান্ত মূর্তিটি। শিল্পী অভিজিৎ ভট্টাচার্য উপস্থাপিত করেন শ্লোকম। তাঁর পরিবেশনাও দর্শকের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। এদিনের সর্বশেষ শিল্পী ছিলেন দেবু দেবনাথ। তাঁর উপস্থাপিত তিল্লানাটিও ছিল যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন সোনালী রায় বাগচী। সব মিলিয়ে এদিনেরএই নৃত্যসন্ধ্যাটি হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত নান্দনিক।" রিদম স্যোশাল এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন'কে সাধুবাদ জানাই এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ার জন্য।

জীববৈচিত্র্য ও মানুষের দায়বদ্ধতা

মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

পৃথিবীর প্রকৃতি ও জীবজগতের মধ্যেই একদিন মানুষের আবির্ভাব। বিবর্তনের ধারায় সৃষ্ট আজকের মানবজাতি। প্রকৃতি জীবনজগত আর মানুষের ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে জীববৈচিত্র্য। এখন পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যে। সংকটের সঙ্গে বেড়ে চলেছে পৃথিবীর সংকট। আজকের মানুষের কাচে তার জীবনের বেশিরভাগ সময়টা কাটছে তার নিজের জীবনকে কেন্দ্র করে। পৃথিবীকে বাঁচাতে আমাদের সময় বেছে নিতে হবে প্রকৃতি পরিবেশের জন্য। জীবজগতকে বাঁচাতে মানুষের দায়বদ্ধতা আজ বড় বেশি। পৃথিবীর বুক জুড়ে আছে অসংখ্য জীবপ্রজাতি। বিজ্ঞানের ভাষা জীববৈচিত্র্য বা হল প্রাণী, উদ্ভিদ ও অনুজীব সহ পৃথিবীর সমগ্র জীবসম্ভার, তাদের অন্তর্গত জিন এবং তাদের সমন্বয়ে গঠিত বাস্তুতন্ত্র । যা জৈব ঐঅজৈব পদার্থ ও জীব সমন্বিত এমন এক প্রাকৃতিক একক, যেখানে জীবসমষ্টি পরস্পরের সঙ্গে এবং পারিপার্শ্বিক জৈবও অজৈব উপাদানের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জীবনধারা গড়ে তোলে। বাস্তুতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা অপরিসীম। জীব প্রজাতির বৈচিত্র্য যত বাড়বে সেই বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বা স্থিতিশীলতা তত বৃদ্ধি পাবে। বাস্তুতন্ত্রের ভাসাম্যের মধ্য দিয়েই জীবজগৎ ও জনগোষ্ঠী পরপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকে। পৃথিবীতে প্রতিটি জীবরে বেঁচে থাকার অধিকার অছে। তাই প্রতিটি জীবকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের বড় কর্তব্য। ১৯৮৬ সালে স্কিসোমিয়ান ইনস্টিটিউটের ন্যাশনাল ফোরামে সর্বপ্রথম জীববৈচিত্র্য কথাটি ব্যবহার করেন। ১৯৮৮ সালে বিষয়টি জনসমক্ষে নিয়ে আসেন পতঙ্গবিদ সারা বিশ্বের বিজ্ঞানমহলে তিনিই প্রথম জীববৈচিত্র্য বিষয়টিকে প্রচারের আলোয় আনেন। পরবর্তীকালে জাতিসংঘের পরিবেশবিভাগ জীববৈচিত্র্য শব্দটিকে গ্রহণ করে এবং তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করে বলা হয়, 'কোনও একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সমস্ত জিন, প্রজাতি ও বাস্তুতন্ত্রে বৈচিত্র্য ও সমগ্রতাই হল জীববৈচিত্র্য ।

পৃথিবীর জীবমণ্ডলে প্রায় ২.২ কোটি জীবের অস্তিত্ব একনও অবধি প্যায়া গেছে। এর মধ্যে মাত্র ১৬ লক্ষ ৫ বাজার জীব প্রজাতিকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। প্রাণী, উদ্ভিদ ও জীবাণুর প্রতিটি প্রজাতির মধ্যে যেমন স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় তেমনি প্রজাতিগুলির মধ্যে গঠনগত বিভিন্নতাও দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে জীবনমণ্ডলে এই বিভিন্নতাই হল জীববৈচিত্র্য। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীজুড়ে জীববৈতিত্র্যের অবস্থানের বিন্যাস ঘটেছে। প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির অত্যধিক অবস্থান দেখা যায় অনুকুল ও উপযুক্ত পরিবেশে। বিষুবরেখার দুই পাশে উষ্ণ ও আর্দ্র স্থানগুলিতে বিভিন্নরকমের উদ্ভিদ ও প্রাণী জীববৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এইসব দেশগুলিকে বলা হচ্ছে এদের মধ্যে রয়েছে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, পেরু, কলম্বিয়া, মাদাগাস্কার প্রভৃতি দেশ। মানুষের অবিমৃষ্যকারিতাই জীববৈচিত্র্যের বিনষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন নয়, মানুষের হঠকারী কার্যকলাপের ফলে পরিবেশ দূষণ এবং জলবায়ুর ক্ষতিকারক পরিবর্তন ঘটছে। কলকারকানা, নগরায়ণের বিস্তার, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং প্রয়োজনে অরণ্যের ধ্বংসসাধন বাস্তুতন্ত্রের পরও আঘাত হানছে। নদী, সমুদ্রের জলরাশিতে মিশে যাচ্ছে শিল্পবর্জ্য। কৃষিকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার। সম্মিলিতভাবে এই কারণগুলি জীববৈচিত্র্যের বিপুপ্তিকে ত্বরান্বিত করছে।

প্রজাতির বিলুপ্তি হল কোনও নির্দিষ্ট বাসস্থান থেকে জৈব প্রজাতি বা গোষ্ঠীর বিলুপ্তি বা তাদের সংখ্যায় কমে আসা। মানুষের জন্মের আগে প্রাকৃতিক কারণেই প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটত। এ যুগে বিলুপ্তির অন্যতম উৎস হল মানুষের ক্রিয়াকলাপ। ১৮৫০ সালের পর নগরভিত্তিক জনপদ ও যন্ত্রযুগের প্রসারণ ঘটে। ফলে বিলুপ্রি হার বৃদ্ধি পায় বেশি। জীববিজ্ঞানী পল এরলিচ তাঁর সমীক্ষায় দেখিয়েছিলেন, আগামী তিরিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে তিন ভাগের এক ভাগ প্রজাতির বিলুপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। মানুষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পৃথিবীতে কৃষিজমির বিস্তার ঘটেছে। রাশিয়ার স্তেপস, আর্জেন্টিনার পম্পাস, দক্ষিণ আফ্রিকার ভেল্ড, আমেরিকার প্রেইরি প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি রূপান্তরিত হয়েছে বীজবৈচিত্র্য। বিশ্বের সর্বাধিক জীববৈচিত্র্য সম্পন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে অন্যতম হল আমাদের দেশ। ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আছে মরুভূমি, উঁচু পর্বতমালা, ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ বনভূমি, জলাভুমি অঞ্চল, তৃণভূমি, নদী অববাহিকা ও দ্বীপমালা। সবচেয়ে বেশি জীববৈচিত্র্যময় অঞ্চল দেখা যায় পূর্ব হিমালয়, ভারত মায়ানমার সীমান্ত ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালায়। পরিবেশ সামুদ্রিক প্রাণীগুলির বসত ও আচরণ, মাছের প্রজনন, অভিবাবসন, সর্বত্র তাড়া করে বেনাচ্ছে দূষণের আঘাত। আমাদের দেশে জীববৈচিত্র্য বাঁচাতে যথাস্থানিক সংরক্ষণ বা স্বস্থানে সংরক্ষণ প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক নিয়মে জীব প্রজাতি যেখানে জন্মায় সেখানেই তাকে সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়। জনবিস্ফোরণে প্রয়োজন হয়েছে অধিক খাদ্য উৎপাদনের। ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল হয়ে উঠেছে ফসলের খেত। এখানে পাল্টে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্রমশ বেড়ে চলেছে পৃথিবীর উষ্ণায়ন। দুই গোলার্ধই মুড়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহে। ইউরোপ আমেরিকার প্রশস্ত নদীপ্রবাহ যেমন শীর্ণ হয়ে আসছে, বৃষ্টি-অরণ্যের সবুজ শরীরে তেমন অনাবৃষ্টির হাওয়া দাবানলের আঁচে ঝলসে যাচ্ছে বহু প্রজাতি। মেরু অঞ্চলে হিমবাহের ধস নামছে সমুদ্রের বুকে। হিমবাহের বুকে লক্ষ বছর ধরে নীরব নিশ্চুপে পড়ে থাকা অনুজীবরা প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। জলবাহিত হয়ে মানুষের মধ্যে নিয়ে আসছে হাজারো সংক্রমণ। জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্যে এইভাবে নেমে আসছে বহু আঘাত ও জটিলতা। আবার গলে যাওয়া হিমবাহের ধাক্কায় প্রসারিত সমুদ্রের জলও তটভূমির জীবজগতে আনছে স্থানচ্যুতির বিপদ। খেতখামার মানুষের আবাদভূমিতে ছেয়ে যাচ্ছে নোনা জল। নিষ্ফলা থাকছে চাষযোগ্য জমি। প্রকৃতির মূল্যবান সম্পদ ম্যানগ্রোভ অরণ্যের তাই বইছে ধ্বংসের চোরাস্রোত।

জীবন পরিবর্তনের আঘাত পৃথিবীর ভারসাম্যের ওপর এসে পড়েছে। জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে জেনেভার সংস্থার ওপর। জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পদক্ষেপ হল প্রজাতিগুলির শ্রেণি নির্ণয় করা এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। এই লক্ষ্যে এর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছে জীবপ্রজাতির একটি বৃহৎ তথ্যভিত্তিক তালিকা। নামে প্রকাশিত এই তালিকায় বিলুপ্ত প্রজাতি, বিলুপ্ত প্রায় এবং বিপন্ন জীব প্রজাতির তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এর ফলে প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের স্থিতিশীল ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে একটা পথনির্দেশ পাওয়া গেছে। তবে সবার আগে প্রয়োজন প্রাকৃতি সম্পদ সংরক্ষণে মানুষের সচেতনতা। বলা হচ্ছে যে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চলের ৮০ শতাংশ অংশে বাস করেন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ। পরিবেশ বিজ্ঞানের মূল্যায়নে এ ধারণাটি স্বীকৃত যে অরণ্য নদী প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকা আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকাতেই জীববৈচিত্র্য বেশি সুরক্ষিত ও স্থিতিশীল আছে। তাই আধুনিক অর্থায়নের প্রসার ও সংরক্ষণের নামে জীববৈচিত্র্যের এই প্রকৃতি পরিবেশ যেন বিনষ্ট না হয়। প্রান্তিক মানুষের জীবনও যেন সুরক্ষিত থাকে। এই সম্মেলনে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলোকে বাস্তু সংস্থান সুরক্ষায় অর্থ সাহায্যের কথাও বলা হয়েছে।

জীববৈচিত্র্যের মধ্যেই রয়েছে মানুষ ও প্রকৃতির সমন্বয়ের স্বরূপ। পাখপাখালি, গাছপালা, নদীকল্লোলে ভরা প্রকৃতি তার অবয়ব। প্রকৃতির সঙ্গে তার শব্দমুখর সম্পর্ক। এ যেন কোটি কোটি বছরের সরব আলাপচারিতা। গভীরভাবে ভাবলে দেখব মানুষের জৈব শরীর এবং তার চেতনাকে গঠন করতে সাহায্য করে প্রকৃতির অজৈব শরীর, আলো, বাতাস, গাছ, পাথর সব কিছু। প্রকৃতি যেমন নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তেমনি মানুষও প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। নতুন শতাব্দীতে পৌঁছে আমরা এক কঠিন সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। পৃথিবী জুড়ে মানুষ ও পরিবেস বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বিজ্ঞানকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে প্রকৃতিকেই নিঃসব করে দেওয়া হচ্ছে। মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুর বাহুল্যে জীবজগতকেই আমরা ঠেলে দিচ্ছি বিপদের দিকে। ব্যক্তি ও পরিবেশের সম্পর্ক পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে। জীববৈচিত্র্যের ধ্বংসের কারণ ও তার ফলাফলকে আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি। জীববৈচিত্র্যের পরিধি হল পরিবেশ জগৎ ও জীবনকে নিয়ে। আমাদের এই উপলব্ধি প্রয়োজন যে, প্রকৃতি যেমন আমাদের অস্তিত্বের প্রকাশও সংরক্ষণে সহায়ক হয়, তেমনি আমাদের দায়বদ্ধতা আছে প্রকৃতি পরিবেশ ও প্রাণীজগতের প্রতি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তথা ভেবেও আজকের দিনে এক গুরুদায়িত্ব। পৃথিবী তার জীবজগত পরিবেশ, নদীর কমে আসা প্রবাহ শক্তি নিয়ে আর্য বিপন্ন হয়ে পড়ছে। আবার বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে বলে প্রাণীজগতকে স্পর্শ করে চলেছে সূর্যের মারাত্মক অবিতগুনি রশ্মি। আমাদের পরিবেশ সম্পর্কে উপযুক্ত আচরণও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশকে রক্ষা করতে পারবে। আমাদের জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতার সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা। তবেই পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

নতুন শতাব্দীতে পৌঁছে আমরা এক কঠিন সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। পৃথিবী জুড়ে মানুষ ও পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বিজ্ঞানকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে প্রকৃতিকেই নিঃস্ব করে দেওয়া হচ্ছে। মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুর বাহুল্যে জীবজগতকেই আমরা ঠেলে দিচ্ছি বিপদের দিকে। ব্যক্তি ও পরিবেশের সম্পর্ক পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের গানের বিকৃতি নিয়ে অদ্ভুত নীরবতা বিস্ময়কর

স্বপনকুমার মণ্ডল

সম্প্রতি একটি সিনেমায় কাজি নজরুল ইসলামের 'কারার ঐ লৌহ-কপট' ঐতিহাসিক গানটির সুরের বিকৃতি নিয়ে দুই দেশের বাঙালির মধ্যে যেভাবে নানা মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত ও জোরালো প্রতিবাদ বর্ষিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের বিকৃতিতে তা দেখা গলে। যেটুকু প্রতিবাদ উঠে এসেছে, তাও সোচ্চার হয়ে ওঠেনি, উল্টে রণে ভঙ্গ দেওয়ার পিছুটান বা উদাসীনতার মৌনতায় স্বাভাবিক মনে হয়েয়ে। সেখানে নীরবতার শ্রেয়বোদে ফোঁস করার মানসিকতাও নিঃস্বপ্রায়। নেতাজি উন্ডোর স্টেডিয়ামে ২৯ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের নক্ষত্রখচিত উদ্বোধানী আসরে রাজ্যসঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃত রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক গান 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গাওয়ার সময় শেষ দুই স্তবকে 'বাঙালির' শব্দটির পরিবর্তে 'বাংলার' করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তাতে 'বাঙালির পণ, বাঙালির আশা' বা 'বাঙালির প্রাণ , বাঙালির মন' প্রভ-তিতে 'বাঙালির' বদলে 'বাংলার ' করে নেওয়ায় তাতে বিকৃত ঘটে। শুধু তাই নয়, এই বিকৃতি আদতে রবীন্দ্রনাথকেই অস্বীকার করা। অথচ বিষয়টি নিয়ে সেভাবে প্রতিবাদ বর্ষিত হয়নি। শুধু তাই নয় ৫ ডিসেম্বরের ঘটনাটি সংবাদমাধ্যমে আসতেই ৮ ডিসেম্বর হয়ে গেছে। অথচ তার পরেও তা নিয়ে প্রতিবাদের তীব্রতার পরিবর্তে অদ্ভুত নীরবতা নেমে এসেছে। অথচ ঘটনাটি একেবারে আকস্মিক, তাও নয়। আবার গানটির শব্দ পরিবর্তন নিয়ে প্রতিরোধে সামিল হওয়ার অবকাশ ছিল। রাজা সঙ্গীত নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক গানটি নির্বাচন পর্বেই 'বাঙালির' পরিবর্তে 'বাংলার' করার বিষয়টি সামনে চলে এলেও তা নিয়ে কোনোরকম বিতর্কের পরিসর তৈরি হয়নি। অথচ হওয়া জরুরি ছিল। 'বাঙালি' শব্দের আপত্তির কারণ কী, 'বাংলা'য় তা পরিবর্তন করে নেওয়ার সহজ সমীকরণ করার মানসকিতা কেন, এসব প্রশ্ন আপনাতেই চলে আসে। অথচ যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে গানটি নির্বাচন করা হয়, তাতে 'বাংলা' ও 'বাঙালি' শুধু অবিচ্ছেদ্যই নয়, ঐকান্তিকভাবে একাত্ম। ১৯০৫ -এর ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের গানটি ঐক্যবদ্ধ বাঙালিমানসের প্রতিবাদের ভাষা জুগিয়েছে। সেখানে সঙ্কীর্ণতাবোধে 'বাঙালি'র পরিবর্তে 'বাংলা' করার বাঙালির অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়নি, সেইসঙ্গে গানের ঐতিহাসিকতাকেও অমান্য করা হয়। শুধু তাই নয়, তাতে অর্থের অসঙ্গতিও অনিবার্য হয়ে ওঠে।' বাঙালির আশা' থাকতে পারে, 'বাংলার আশা' সমীক্ষাতেও অধরা মাধুরী 'বাঙালির মন' বোঝা যায়, ' বাংলার মন' বোঝা দায়। অন্যদিকে ইচ্ছে করলে যেমন কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীত রচনা করতে পারে না, তেমনই রবীন্দ্রসঙ্গীতের শব্দ পরিবর্তন করলে তা আর রবীন্দ্রসঙ্গীত থাকে না। সেখানে অবিকৃত ভাবে গানটি রাজ্য সঙ্গীত করা হলেও গানটি গাওয়ার সময় বিকৃত হয়ে পড়ে। গানটি বাংলার সঙ্গীতের নামীদামি শিল্পীদের দিয়ে গাওয়ানো হলেও তাঁরা তা নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হননি। উল্টে তার জন্য অনুশোচনার পরিবর্তে সাফাইকে ঢাল করেছেন। একসময় পান থেকে চুন খসলেই রক্ষণশীল রবীন্দ্রানুরাগীদের তীব্র প্রতিবাদ রেরে করে উঠত। অথচ এ ক্ষেত্রে তা লক্ষ্য করা গেল না। রবীন্দ্রনাথের কপিরাইট চলে যাওয়ায় পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর গানের বিকৃতি স্বাভাবিক হলেও বাঙালিমানসে তার ছায়া পড়েনি। এই ঘটনাতেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাঙালিমানসের সংযোগ আর আগের মতো নেই। না হলে 'বাঙালি' শব্দটি পরিবর্তনের বিষয়টিই সক্রিয় হত না। আরও আশ্চর্যের বিষয় তার পরিবর্তন করা হয়েছে জেনেও সরকারি ঔদাসীন্য থেকে শিল্পীদের যা লেখা ছিল তাই গেয়েছি গোঠের কথাও বেরিয়ে আসত না। শুধু তাই নয়, এরকম অভূতপূর্ব ঘটনার পরেও রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে প্রতিবাদ ঝড় ওঠেনি। যেন এটাই ভবিতব্য। অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান সম্পর্কে শুধু সংবেদশীল আত্মসচেতনাই ছিলেন না, তা রক্ষা করার জন্য কতভাবেই তা নিয়ে ভেবেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, সচেতন করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর গানের কোনোরকম বিকৃতি নয়, বরং পূর্ণ স্বীকৃতি চেয়েছিলেন তিনি। সেখানে জীবনের উপান্তে এসেও তাঁর গানের সাধনার স্বকীয়তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কতটা সংবেদনশীল স্পর্শকাতর ছিলেন, তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। পবিত্র অসন্তোষে তাঁর শিল্পীমনের পরিতয় নিরন্তর উৎকর্ষমুখর হয়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথের সেই সাধনা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল, তার পরিচয় তার অভিমতের মধ্যেই প্রতীয়মান। বিভিন্ন পরিসরে তাঁর সখেদ আবেদনেও আত্মতৃপ্তির আড়ম্বরের মধ্যে তার পরিচয় নিবিড় হয়ে উঠেছে। তাঁর মতো আত্মপ্রচারবিমুখ মানুষও সেক্ষেত্রে প্রকাশমুখর মনে হয়। ১৯৪০-এর জুনের 'গীতালি'তে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে স্বকীয় আবেদন প্রকট হয়ে উঠেছে। তাঁর কথায়, 'আমার গান যাতে আমার গান বলে মনে হয় এইটা তোমরা কোরো। আরো হাজারো গান হয়তো আছে-তাদের মাটি করে দাও-না, আমার দুঃখ নেই। কিন্তু তোমাদের কাছে আমার মিনতি ---তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়, যেন শুনে আমিও আমার গান বলে চিনতো পারি। এখন এমন হয় যে, আমার গান শুনে নিজের গান কি না বুঝতেপারি না। মনে হয় কথাটা যেন আমার সুরটা যেন নয়। নিজে রচনা করলুম পরের মুখে নশ্ট হচ্ছে, এ যেন অসহ্য। মেয়েকে অপাত্রে দিলে যেমন সব কিছু সইতে হয়,এও যেন আমার পক্ষে সেই রকম'। সেই 'অপাত্র'-এর অসন্তোষের কথা রবীন্দ্রনাথ কত ভাবেই না ব্যক্ত করেছেন তা রবীন্দ্রনাথ কত ভাবেই না ব্যক্ত করেছেন, তা ভাবলে অবাক লাগে। তাঁর মতো স্থিতধী মানুষও সেক্ষেত্রে 'সানুনয় অনুরোধ' জানাতেও দ্বিধা করেননি। তাঁর সেই মরিয়া আবেদন 'গীতালি'র শেষেও নিবিড়তা লাভ করেছে। তাঁর কথায়, '—এঁদের একটু দরদ দিয়ে, একটু রস দিয়ে গান শিখিয়ো—এইটেই আমার গানের বিশেষত্ব। তার উপরে তোমরা যদি স্টিম রোলার চালিয়ে দাও, আমার গান চেপ্টা হয়ে যাবে। আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তান থাকে, দরদ থাকে ও মীড় থাকে, তার চেষ্টা তুমি কোরো।' অন্যদিকে তার গানে যে 'স্টিম রোলার' চালানো যাবে না, তাও রবীন্দ্রনাথ জানতেন। কেননা তাঁর গানের গঠন রেলগাড়ির মতো মজবুত ও স্বপথগামী। লোহার হাড়িষ লোহার চাকা, লোহা দিয়েই তৈরি তার পথ। সেই রেলগাড়ির মত সুদৃঢ় গঠনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে সচল করতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, রেলের মতোই তার বহনের বিস্তৃতি, চলনের বিস্তার। সেক্ষেত্রে তাঁর গানের পোষণের ভয় রবীন্দ্রনাথের ছিল না, তা সহজে অনুমেয়ে। তিনি নিজেই সেই গানের স্বরলিপিতে বাঁধা পথ সচল করে গিয়েছেন। সেদিক থেকে তাঁর গানের গঠনে নয়, চলনে ভয়। কেননা তাঁর গান যাতে স্বপথে চলে, তা নিয়েই তাঁর ভাবনা অস্থির করে তুলেছিল। এজন্য তা হয়েছিলেন, তেমনি তার ন্যূনতম পরিচয়ে তাঁর মুগ্ধতাবোদে তৃপ্তির উল্লাস উঠে এসেছে। সাহানাদেবীর কণ্ঠে নিজের গান শোনার তৃপ্তিবোধের কথায় তাঁর উচ্ছ্বাসে তার পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ১৯৩৮-এর ৪ এপ্রিলে লেখা চিঠিতে সাহানাদেবীকে জানিয়েছেন, 'তুমি যখন আমারগান করো শুনলে মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে—যে গানে যতখানি আমি আছি ততখানি ঝুনুও (সাহানাদেবী) আছে---এই মিলনের দ্বারা যে পূর্ণতা ঘটে সেটার জন্যে রচিয়তা সাগ্রহ প্রতীক্ষা আছে। আমি যদি সেকালের সম্রাট গতম তাহলে তোমাকে বন্দিনী করে আনতুম লড়াই করে, কেননা তোমার কণ্ঠের জন্যে আমার গানের একান্ত প্রয়োজন আছে'। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শূন্যতাবোধেই তাঁর গানের প্রত্যাশিত সাফল্যের বিষয়টি প্রশ্নাতুর করে তোলে। অন্যদিকে তাতেই তাঁর গানের প্রতি রক্ষণশীলতার বিষয়টিও নিবিড় হয়ে ওঠে। সেখানে শ্রদ্ধাবোধে রক্ষণশীলতাই সংরক্ষণের অভিজাত্য লাভ করে। সেক্ষেত্রে তাঁর গানের বিকৃতি শুধু রবীন্দ্র ঐতিহ্যতে অস্বীকার করাই নয়, তাঁকেও অমান্য করা হয়। অথচ তার বিরুদ্ধে অদ্ভুত নীরবতাই যেন ঐতিহ্য হয়ে চলেছে, ভাবা যায়। এও আত্মঘাতী বাঙালির উত্তর-আধুনিক সংস্করণ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে শৈবতীর্থ ও শিব মন্দির, দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): দেশজুড়ে যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় পালিত হচ্ছে মহা শিবরাত্রি। শিবরাত্রির মহা তিথিতে পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের বিভিন্ন শৈব তীর্থে ও বিভিন্ন স্থানে শিব মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন ভক্তরা। এদিন অনেকেই উপবাস করে ধর্মীয় রীতি মেনে শিবের মাথায় জল দিয়ে শিবের উপাসনা ও পুজো সম্পন্ন করবেন। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে শিব মন্দির গুলিকে আলোর মালায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

মহা শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে বিশেষ পূজার্চনা ও আরতি করা হয়। নাসিকের ত্রিম্বকেশ্বর মন্দিরে ভক্তদের ঢল নেমেছে। বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে শুক্রবার সকাল থেকে ভক্তদের ভিড় বাড়তে থাকে, প্রয়াগরাজ ও হরিদ্বারে গঙ্গায় পুণ্যস্নান করে ভগবান শিবের আরাধনা করেন ভক্তরা। অযোধ্যার নাগেশ্বর নাথ মন্দিরেও সকাল থেকে পুজো দেন ভক্তরা।

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সমস্ত দেশবাসীকে নিজের পরিবার সম্বোধন করে শুক্রবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, 'দেশজুড়ে আমার পরিবারের সমস্ত সদস্যদের মহাশিবরাত্রির শুভেচ্ছা। এই পবিত্র উৎসব সবার জীবনে নতুন শক্তি নিয়ে আসবে এবং অমৃতকালে দেশের সংকল্পকেও নতুন শক্তি প্রদান করবে, এই কামনা করছি। জয় ভোলে নাথ!'

এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমানোয় কেন্দ্রকে তোপ অধীরের, প্রধানমন্ত্রীকেও আক্রমণ

মুর্শিদাবাদ, ৮ মার্চ (হি.স.): রান্নার গ্যাসের দাম কমানো নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও আক্রমণ করেছেন অধীর। শুক্রবার মুর্শিদাবাদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অধীর বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী যা করেছেন, সে বিষয়ে সাধারণ মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করুন। মানুষেরও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত, আয়না তাঁদের উত্তর দেবে। রাহুল গান্ধী """পাঞ্চ প্রণ"""" নিয়েছেন যেখানে তিনি কৃষকদের জন্য এমএসপি এবং বেকারত্বের জন্য স্টার্টআপের গ্যারান্টি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'অধীর চৌধুরী আরও বলেছেন, 'তিনি (রাহুল গান্ধী) যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেন তা পূরণ করেন, দেখুন কর্ণাটক, রাজস্থানে। আমরা হারতে পারি কিন্তু আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতিতে অটল... বছরের পর বছর ধরে লুটপাটের পর, যখন মহিলাদের অবস্থা ভালো নয়, তখন প্রধানমন্ত্রী মোদী কিছুটা শিথিলতা দেওয়ার কথা ভাবলেন। নির্বাচন যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন শিথিলতার নামে এটা এক ধরনের ঘুষ, যা তিনি (প্রধানমন্ত্রী মোদি) ব্যালট বাক্সে প্রতিফলিত হবে এই আশায় দিয়েছেন।'এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমিয়ে দেশের সমস্ত মহিলাদের উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই মন্তব্য করলেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান। এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১০০ টাকা কমানো প্রসঙ্গে শিবরাজ শুক্রবার বলেছেন, 'মহা শিবরাত্রির বার্তা স্পষ্ট, """শক্তি"""" ছাড়া ভগবান শিব অসম্পূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবস একই বার্তা দেয় যে, মা, বোন এবং কন্যাদের সম্মান করা এবং তাঁদের সমান মর্যাদা দেওয়া। নারীদের সম্মান দিতে সর্বোত চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এবার এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১০০ টাকা কমিয়ে দেশের প্রতিটি মহিলাকে বিশেষ উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।' উল্লেখ্য, নারী দিবসে বড় উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কমছে রান্নার গ্যাসের দাম। একধাক্কায় কমছে ১০০ টাকা।আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বড় ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, 'নারী দিবসে, আমাদের সরকার এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১০০ টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী জানান, এই সিদ্ধান্তের ফলে সমগ্র দেশে লক্ষ লক্ষ পরিবারের আর্থিক বোঝা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে, বিশেষ করে আমাদের নারী শক্তিকে উপকৃত করবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আশা ব্যক্ত করেছেন, 'রান্নার গ্যাসকে আরও সাশ্রয়ী করার মাধ্যমে, আমরা সমস্ত পরিবারের মঙ্গল কামনা করছি, পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্য রাখি। এটি নারীর ক্ষমতায়ন এবং তাঁদের জন্য "সহজ জীবনযাপন" নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।'এলপিজি সিলিন্ডারের দাম হ্রাসে কটাক্ষ করলেন এনসিপি নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে। তাঁর মতে, এটা তো জুমলা। এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১০০ টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, শুক্রবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এরই প্রেক্ষিতে এনসিপি নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে বলেছেন, 'আমি মোটেও বিস্মিত নই। সময়টা তো দেখুন। তাঁরা গত ৯ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে। কেন তাঁরা এটা আগে ভাবেনি? ঠিক যখন নির্বাচন, আমি ভাবছিলামই সম্ভবত আগামী ৫-৬ দিনের মধ্যে এই ঘোষণা করা হবে। এটি একটি জুমলা। আমাদের সরকারে সিলিন্ডারের দাম ছিল ৪৩০ টাকা। কেন তারা তা মেলায় না?'আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপহারে খুশি ব্যক্ত করলেন বিজেপি নেত্রী বাঁশুরি স্বরাজ। এলপিজি সিলিন্ডারের দাম হ্রাসের বিষয়ে আনন্দ ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন বাঁশুরি স্বরাজ। প্রধানমন্ত্রী মোদী নারী ক্ষমতায়নে জোর দেন বলেও জানিয়েছেন বাঁশুরি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১০০ টাকা কমানোর বিষয়ে বিজেপি নেত্রী বাঁশুরি স্বরাজ বলেছেন, 'আমি এখানে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করতে এসেছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুধু নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলেন না, নারীর নেতৃত্বে ভারতের ক্ষমতায়নের কথা বলেন। এই শুভক্ষণে উপলক্ষ্যে, মোদী সরকার এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১০০ টাকা কমানোর ঘোষণা করেছে এবং এতে বোঝা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী মোদী মহিলাদের সম্পর্কে কতটা উদ্বিগ্ন।'

আন্তর্জাতিক নারী দিবস স্মরণ গুগুল ডুডলে

কলকাতা, ৮ মার্চ, (হি.স.): শুক্রবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস স্মরণ করল গুগুল ডুডল। এর পূর্বনাম আন্তর্জাতিক কর্মজীবী নারী দিবস। প্রতিবছর মার্চ মাসের ৮ তারিখে পালিত হয় এই দিবসটি। বিশ্বব্যাপী নারীরা একটি প্রধান উপলক্ষ হিসেবে এই দিবস উদযাপন করেন। বিশ্বের এক এক প্রান্তে নারীদিবস উদযাপনের প্রধান লক্ষ্য এক এক প্রকার হয়। কোথাও নারীর প্রতি সাধারণ সম্মান ও শ্রদ্ধা উদযাপনের মুখ্য বিষয় হয়, আবার কোথাও মহিলাদের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাটি বেশি গুরুত্ব পায়।

দিবসটি উদযাপনের পেছনে রয়েছে নারী শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মজুরি বৈষম্য, কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা, কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা। সেই মিছিলে চলে সরকার লেঠেল বাহিনীর দমন-পীড়ন।

১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয়। ক্লারা ছিলেন জার্মান রাজনীতিবিদ; জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির স্থপতিদের একজন। এরপর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। ১৭টি দেশ থেকে ১০০ জন নারী প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিলেন। এই সম্মেলনে ক্লারা প্রতি বৎসর ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন। সিদ্ধান্ত হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে নারীদের সম-অধিকার দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হবে। দিবসটি পালনে এগিয়ে আসে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীরা। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে বেশ কয়েকটি দেশে ৮ মার্চ পালিত হতে লাগল। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আহ্বান জানায় জাতিসংঘ। এরপর থেকে সারা পৃথিবী জুড়েই পালিত হচ্ছে দিনটি নারীর সম-অধিকার আদায়ের প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করার অভীপ্সা নিয়ে। সারা বিশ্বের সকল দেশে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস।আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী শক্তিকে কুর্নিশ জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ জানিয়েছেন, 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা। এটি এমন একটি উপলক্ষ যা ব্যক্তিত্ব, সমাজ ও দেশ গঠনে নারীদের অবদানকে সম্মানিত করে এবং লিঙ্গ সমতার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার জোরদার করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।'প্রতি বছর ৮ মার্চ দিনটি পালন করা হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে। লিঙ্গবৈষম্য দূর করার জন্য এই দিনটি পালিত হয়। এদিন সকালে টুইট করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুঝিয়ে দিয়েছেন, নারী শক্তির ক্ষমতায়নই নরেন্দ্র মোদী সরকারের অগ্রাধিকারী ও অঙ্গীকার।

এনএসএস-এর বিশেষ শিবির বাবাসাহেব আম্বেদকর এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়ে

কলকাতা, ৮ মার্চ, (হি.স.): এনএসএস ইউনিটের তরফে বাবাসাহেব আম্বেদকর এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়ে দশদিনের শিবির বৃহস্পতিবার শেষ হল।

২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপিকা ডঃ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন পেয়ারা বাগান বস্তিতে এই শিবিরে বস্তির বাচ্চাদের অঙ্কন, ক্রীড়া প্রশিক্ষণ, মহিলাদের সেলাই এবং হাতে কলমে কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় একটি রক্তদান শিবিরে ৩২ জন রক্ত দান করেন। পশ্চিমবঙ্গ উপভোক্তা বিষয়ক দফতরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি সচেতনতা শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। এনজিও 'দীক্ষা'-র তরফে নারী সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ব্যবস্থা ছিল ক্যারাটে এবং যোগ প্রশিক্ষণেরও।

এই প্রশিক্ষণ শেষে আয়োজন করা হয়েছিল প্রতিযোগিতার। শিবিরের শেষ দিনে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। উপহার দেওয়া হয় অংশগ্রহণকারীদের সবাইকে। বস্তির বাচ্চাদের দিয়ে 'স্বাস্থ্যই সম্পদ' নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। জাঙ্ক ফুড এবং ফাস্ট ফুডের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে পরিবেশিত নাটকটি লেখেন এনএসএস ভলান্টিয়ার বিপ্লব ঘোষ, পরিচালনা করেন এনএসএস স্বেচ্ছাসেবী অনন্যা রায়। বাচ্চাদের আঁকা এবং লেখা নিয়ে 'রামধনু' নামের একটি দেওয়াল পত্রিকার উদ্বোধন করেন উপাচার্য্য।

উল্লেখ্য, এই শিবিরে ৫০ জন জাতীয় সেবা যোজনার স্বয়ংসেবক অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান। তাদের পাঁচটি দলে ভাগ করা হয়। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন বিপ্লব ঘোষ ,শেখ শাহবাজ হোসেন, মৌসুমী দত্ত, প্রিয়াঙ্কা প্রসাদ ও শ্রেয়া কণ্ঠ। সামগ্রিক দায়িত্ব পালনে ছিলেন প্রোগ্রাম অফিসার ড. অবন্তিকা মন্ডল। অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেন রাজু ঘোষ, সুদেষ্ণা দত্ত, দীপক মহাপাত্র, প্রসেনজিৎ বালা, অদ্রিজা পানিগ্রাহী, অনীশা দাঁ ও অনন্যা রায়।

এনএসএস স্বেচ্ছাসেবী বিপ্লব ঘোষ বলেন, '২০২৩-২৫ শিক্ষাবর্ষে এনএসএস-এর এটি প্রথম ১০ দিনের শিবির। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন পেয়ারা বাগান বস্তিতে এই সুবিধা অনুষ্ঠিত হলো। অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম এই শিবির থেকে। সেলাই থেকে শুরু করে উপভোক্তা বিষয়ক নিয়মকানুন, রক্তদান শিবির, ক্যারাটে প্রশিক্ষণ, যোগ প্রশিক্ষণ, এইডস সচেতনতা শিবির এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্ব সহ অনেক অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন হল।'

নারী দিবসে মোদীর ঘোষণায় খুশি নারীশক্তি

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বড় ঘোষণায় খুশি ব্যক্ত করেছেন দেশের মহিলারা। শুক্রবার সকালে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১০০ টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণায় খুশি ব্যক্ত করেছেন মহিলারা।

এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১০০ টাকা কমানোর বিষয়ে শুভম তিওয়ারি নামে কলকাতার এক মহিলা বলেছেন, 'নারী দিবসে সিলিন্ডারের দাম ১০০ টাকা কমানো আনন্দের বিষয়। এই উপহারের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।' কলকাতারই প্রিয়াঙ্কা সিনহা নামে এক মহিলা বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণায় অনেকটাই স্বস্তি মিলবে।' আবার বিহারের এক মহিলা বলেছেন, 'খুব ভালো পদক্ষেপ, এমন পদক্ষেপ আরও নেওয়া উচিত।'

ট্রাকের ধাক্কায় দুই বাইক আরোহীর মৃত্যু সোনারপুরে, রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

সোনারপুর, ৮ মার্চ (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন দুই মোটর বাইক আরোহী। শুক্রবার ভোরের এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন। সোনারপুরের কালীতলা মোড় এলাকায় একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় একটি বাইকের। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই বাইক আরোহীর। গুরুতর আহত হন এক জন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ বাইকে সওয়ার হয়ে কর্মস্থলের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন দুই যুবক ভিকি এবং দেবাঞ্জন মজুমদার। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আরও এক জন। উল্টো দিক থেকে বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বাইকটির। ছিটকে পড়েন তিন জনেই। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ভিকি এবং দেবাঞ্জনের। আহত যুবককে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। দুর্ঘটনার পরেই ঘাতক ট্রাকটি নিয়ে চম্পট দেয় চালক।

এই দুর্ঘটনার পরই ট্রাকটিকে আটক এবং চালককে গ্রেফতারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। রাস্তায় দেহ রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরে এলাকার রাস্তাগুলি খারাপ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কোনও রক্ষণাবেক্ষণ হয় না।

পানীয় জল অপচয় করলে ৫০০০ টাকা জরিমানা কর্ণাটকে

বেঙ্গালুরু, ৮ মার্চ (হি. স.): গাড়ি ধোয়া, বাগান পরিচর্যা ও ফোয়ারায় আর পানীয় জল ব্যবহার করা যাবে না। জল অপচয় করলেই এবার দিতে হবে ৫ হাজার টাকা জরিমানা। শুক্রবার ঘোষণা করেছে কর্ণাটক সরকার। কর্ণাটক জল সরবরাহ দপ্তরের তরফে শুক্রবার এও জানানো হয়েছে যে, নির্মাণ কাজেও আর পানীয় জল ব্যবহার করা যাবে না।

উল্লেখ্য, তীব্র জল সংকট শুরু হয়েছে বেঙ্গালুরুর আর আর নগরে। ওই এলাকায় জল নিতে পড়ছে লম্বা লাইন। চাপা কল থেকে জল তোলা যাচ্ছে না। পাম্পেও উঠছে না জল। জলস্তর অনেকটাই নিচে নেমে গেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। স্নান, কাপড় কাচার মত কাজের জন্য অনেকেই বাধ্য হয়ে বেশি দাম দিয়ে বোতলবন্দী জল কিনে আনছেন। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে এক বালতি জল বেঙ্গালুরুর বাসিন্দাদের কিনতে হচ্ছে ১ হাজার থেকে ২ টাকায়। তার প্রেক্ষিতেই পানীয় জল অপচয় করলে কর্ণাটক সরকার জরিমানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুণ্য সময় সকাল সাতটা, ১০ মে পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হবে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা

উকিমঠ, ৮ মার্চ (হি.স.): অবশেষে ঘোষিত হল কেদারনাথ মন্দিরের দরজা উন্মুক্ত হওয়ার দিনক্ষণ, আগামী ১০ মে সকাল সাতটা নাগাদ পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা। শুক্রবার শ্রী বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, একাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ শ্রী কেদারনাথ ধামের দরজা আগামী ১০ মে সকাল সাতটায় খুলে দেওয়া হবে।ন্দির কমিটি আরও জানিয়েছে, আগামী ৬ মে পঞ্চমুখী ডোলি শ্রী কেদারনাথ ধামের উদ্দেশ্যে রওনা হবে এবং বিভিন্ন স্থান পেরিয়ে ৯ মে সন্ধ্যায় কেদারনাথ ধামে পৌঁছবে। শুক্রবার উখিমঠের ওমকারেশ্বর মন্দিরে শ্রী বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটির সভাপতি অজেন্দ্র অজয়ের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা উন্মুক্ত করার দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হয়েছে।

এনডিএ—তে ফিরতে পারেন চন্দ্রবাবু নাইডু, রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন!

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি. স.): বৃহস্পতিবার ওড়িশার শাসকদল বিজেডি-র তরফে এনডিএ তে ফেরার আভাস মিলেছিল। এবার একই আভাস মিললো তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র তরফেও। ৬ বছর পর সম্ভবত এনডিএ---তে আবার ফিরছেন চন্দ্রবাবু নাইডু। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠক করেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি প্রধান এন চন্দ্রবাবু নাইডু। সেখানেই বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে বলে সূত্রের খবর। লোকসভা ভোটের পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশে বিধানসভা ভোট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে শীঘ্রই। সেখানে বিজেপি---তেলুগু দেশম পার্টি একসঙ্গে লড়তে পারে ক্ষমতাসীন ওয়াইএসআর কংগ্রেসকে হারানোর উদ্দেশ্যে। উল্লেখ্য, চন্দ্রবাবু নাইডু ইতিমধ্যে তেলুগু অভিনেতা তথা রাজনীতিক পবন কল্যাণের দল জনসেনা পার্টির সঙ্গে জোট করেছেন। ফলে লোকসভার পাশাপাশি বিধানসভাতেও তিন দল একসঙ্গে লড়তে পারে। একটা সময় চন্দ্রবাবু ছিলেন এনডিএ-এর অন্যতম স্থপতি এবং ২০১৮ পর্যন্ত জোটের আহ্বায়ক। অন্ধ্রের বিশেষ মর্যাদার দাবিতে ২০১৮ সালে এনডিএ ছাড়েন তিনি। ২০১৯---এর লোকসভা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা ভোটে টিডিপি একাই লড়েছিল।

বিজেপি নেতা-কর্মীদের সংযত থাকার পরামর্শ তথাগতর

কলকাতা, ৮ মার্চ, (হি.স.): বিজেপি-র নেতা বা কর্মী নন। নিজেকে পূর্ণ জাতীয়তাবাদী এবং হিন্দু বলে দাবি করেন, সেই প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি নেতাকর্মীদের সংযত থাকতে সতর্ক করে দিলেন।

শুক্রবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "নির্বাচনের আগে বিজেপি নেতা কর্মীদের এবং আরএসএস সংগঠকদের বিভিন্নভাবে তৃণমূল বিষকন্যা, সুন্দরী মহিলা, আত্মীয়াদের ব্যবহার করে মানসিক বিড়ম্বনা, সময় নষ্ট, চরিত্র হনন ও পুলিশ কেস দেওয়ার চেষ্টা করবে। এব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। বিভিন্ন বাড়িতে যাওয়া, মোবাইলে কথা বলা, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় চ্যাট অডিও ও ভিডিও কলিং এর ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে বলা দরকার কর্মীদের।

এর পাশাপাশি ভুয়ো মোবাইল নম্বর ও বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার জন্য সরকারি ভাবে কার্য্যকর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।"

"সব মিথ্যে কথা", সংবাদমাধ্যমের কাছে দাবি শাহজাহানের

কলকাতা, ৮ মার্চ, (হি.স.): শুক্রবার মেডিকেল পরীক্ষার জন্য রওনা হওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমকে দেখে ধৃত শাহজাহান হঠাৎই বললেন, "সব মিথ্যে কথা"। এর পরেই সন্দেশখালির 'প্রভাবশালী' নেতা বলেন, "উপরওয়ালা এর বিচার করবে।"সন্দেশখালির 'বাঘ'-এর গর্জন এখনও থামেনি! শুক্রবার কলকাতার নিজাম প্যালেস থেকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য বের করা হয় শেখ শাহজাহানকে। বেরতে বেরতেই সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে শাহজাহান বলে ওঠেন, "আল্লা আছে, বিচার একদিন হবেই।"

প্রসঙ্গত, ৫৬ দিন নিখোঁজ থাকার পর গত বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন সন্দেশখালির 'প্রভাবশালী' তৃণমূল নেতা শাহজাহান। সে দিনই তাঁকে আদালতে তোলা হয়। কয়েক মিনিটের শুনানি শেষ করে শাহজাহানকে নিয়ে যখন বেরিয়ে আসছে পুলিশ বাহিনী, তখন বাইরে শাহজাহানের সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছিলেন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। তবে শাহজাহান কথা বলেননি। ধোপদুরস্ত সাদা কুর্তা-পাজামা এবং জ্যাকেট পরে গটগটিয়ে আদালত থেকে বেরোনোর সময় একটিবার সংবাদমাধ্যমের দিকে তাকানওনি তিনি। সেই তিনি প্রকাশ্যে মুখ খুললেন শুক্রবার।শুক্রবার সকালে আবার সন্দেশখালিতে আসে সিবিআই। বৃহস্পতিবারও তারা সন্দেশখালিতে শাহজাহানের বাড়ি এবং আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখে। তবে শুক্রবার সিবিআইয়ের দলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান-সহ রয়েছেন অন্তত ৫০ জন। বড় দল নিয়ে সন্দেশখালিতে আসে তারা। শাহজাহানের বাড়িতে তদন্তকারীরা ঢোকেন। বাড়ি ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। চারপাশের এলাকা ঘুরে দেখেন।

সিবিআইয়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়াও রয়েছে ফরেন্সিক দল। এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ফরেন্সিকের সদস্যেরা শাহজাহানের বাড়ির আশপাশ, যাওয়া-আসার এলাকার স্কেচ করে নেন। ক্যামেরাবন্দি করা হয় বিভিন্ন মুহূর্ত। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন দুই ইডি আধিকারিকও। ইডির সঙ্গে কথা বলেই তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা হয়।

জানা গেছে, আক্রান্ত ইডি আধিকারিকেরাই সন্দেশখালিতে সিবিআইয়ের সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা হাত নেড়ে কোন দিন থেকে কীভাবে আক্রমণ হয়েছিল, তা সিবিআই এবং কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক আধিকারিকদের বোঝান। তার স্কেচ এবং ভিডিয়োগ্রাফি করা হচ্ছে। এ ছাড়া, শাহজাহানের বাড়ির সামনে আকুঞ্জীপাড়া মোড় এলাকায় রাস্তার মাপজোক করতেও দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকদের। এর পর সিবিআই যায় সন্দেশখালির শেখ শাহজাহান মার্কেটে। সেখানে শাহজাহানের একটি অফিস ছিল। আগের দিনও সেখানে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকেরা।

কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। ওই ঘটনার অন্যতম মূল অভিযুক্ত শাহজাহান এখন তাদের হেফাজতে রয়েছে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার দিনভর শাহজাহানকে জেরা করেন সিবিআই আধিকারিকেরা। তার পরেই শুক্রবার তাদের দল পৌঁছে যায় শাহজাহানের ডেরায়।

শাহজাহানের বাড়িতে এর আগে দু'বার গিয়েছিল ইডি। প্রথমবার তারা ঢুকতেই পারেনি। বাইরে থেকে শাহজাহানের অনুগামীদের হাতে মার খেয়ে ফিরতে হয়েছিল কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের। দ্বিতীয় বার শাহজাহানের বাড়িতে তালা ভেঙে ঢোকে ইডি। ফাঁকা বাড়িতে তল্লাশি চালানোর পর বাড়িটি সিল করে দিয়ে যায় ইডি। শুক্রবার সেই সিল খোলা হল।

১২ মার্চ মমতার প্রশাসনিক সভা

কলকাতা, ৮ মার্চ, (হি.স.): ১২ মার্চ বারাসতের হাবরায় প্রশাসনিক সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেশখালি কাণ্ডের পর এই প্রথম সেই জেলায় যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার ব্রিগেডে তৃণমূলের জনগর্জন সভার পর পরই হাবড়ায় প্রশাসনিক সভা মুখ্যমন্ত্রীর।উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত ও বসিরহাট মহকুমা দুটি গত প্রায় এক বছর ধরে অস্থির হয়ে রয়েছে। রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেফতার হয়ে এখন জেল হেফাজতে রয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তথা বালু। তিনি গ্রেফতার হওয়ায় লোকসভা ভোটের আগে হাবরা কার্যত অভিভাবকহীন। শুধু বালু নয়, মধ্যমগ্রামের বিধায়ক তথা খাদ্য মন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়িতেও ইডি তল্লাশি করেছে। বারাসত লোকসভা আসনের মধ্যে কেন্দ্রীয় এজেন্সির রাডারে রয়েছে আরও কয়েকজন তৃণমূল নেতা।নবান্ন সূত্রের খবর, এহেন পরিস্থিতিতে ১২ মার্চ বারাসতের হাবরায় প্রশাসনিক সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এলাকার উন্নয়ন নিয়ে কথা বলবেন। তাঁর আগামীর ভাবনার কথা বলবেন।

তৃণমূলের জনগর্জন সভার দিনই সন্দেশখালিতে শুভেন্দুর সভায় সায় হাইকোর্টের

কলকাতা, ৮ মার্চ, (হি.স.): তৃণমূলের ব্রিগেডের দিনেই অর্থাৎ ১০ মার্চ সন্দেশখালিতে সভা করতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতাকে সেই সভা করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী ১০ মার্চ অর্থাৎ রবিবার সন্দেশখালি গিয়ে সভা করতে পারবেন শুভেন্দু। তবে কোনওভাবেই উস্কানিমূলক কোনও মন্তব্য করতে পারবেন না। যে জায়গায় শুভেন্দু সভা করতে চেয়েছিলেন, সেখানে আপাতত সভা করতে পারছেন না তিনি। ন্যাজাটের দক্ষিণ আক্রাতলায় শুভেন্দুবাবু সভা করতে পারেন বলে বিচারপতি সেনগুপ্তের বেঞ্চ জানিয়েছে।এদিন শুনানি চলাকালীন রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতির প্রশ্ন, "এই মিটিং করতে না দিয়ে আপনারা কাকে রক্ষা করতে চাইছেন? সুন্দরখালিতে কোনও গোলমাল না থাকায় সেখানে কোনও ১৪৪ ধারা ছিল না। কিন্তু মামলা করার আগেই সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।" সভা আটকাতেই এই ১৪৪ ধারা জারি কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে আদালত। আদালত জানায়, আগামী ১০ মার্চ ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ন্যাজাটের দক্ষিণ আক্রাতলায় সভা করতে পারবেন শুভেন্দুবাবু।

কাজের সন্ধান

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এমটিএস অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ, মাধ্যমিক থেকে শুরু

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির জন্য অবশ্যই অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে হবে। এখন থেকে ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠানোর কোনও পদ্ধতি নেই। অনলাইনে দরখাস্ত সাবমিট করার শেষ তারিখ ১৮ মার্চ। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সারা দেশের বিভিন্ন দপ্তরে মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু করে পৃথক পৃথক যোগ্যতায় ক্লার্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট ইত্যাদি মোট ২০৪৯টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হচ্ছে। বাছাই প্রক্রিয়ার ধাপ দু'টি। প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, পরে পার্সোনাল ইন্টারভিউ। কিন্তু সবার আগে যা প্রয়োজন, সেটা হলো সঠিকভাবে দরখাস্ত করা। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ যেমন সহজ, তেমনি নিশ্চিত। রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পাসওয়ার্ড সমস্ত কিছুই দেয়া হচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে বলেই, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে অনলাইনে নিখুঁতভাবে ফিলাপের কথা বলা হচ্ছে। প্রয়োজনে এক কপি ছবি নিয়ে আমাদের দপ্তরে যোগাযোগ করে, হাতে-কলমে দেখে নেওয়ারও সুযোগ রয়েছে। মোদ্দাকথা, ত্রিপুরা সহ সারা দেশ থেকে ২০৪৯ জন ক্লার্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট ইত্যাদি ৪৮৯টি গ্রুপে পুরুষ ও মহিলা নিয়োগ করা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য এবারও পরীক্ষা নেবেন এস এস সি বা স্টাফ সিলেকশন কমিশন। মূল মাইনে কেন্দ্রীয় পে কমিশন মোতাবেক ন্যূনতম ২১,৭০০-৬৯,১০০ টাকা বেতনক্রম অনুসারে। সঙ্গে অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে। পদ অনুযায়ী বেতনক্রমও ভিন্নতর রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তরগুলোতে মোট ২০৪৯টি পদে নিয়োগের মধ্যে নিজ নিজ রাজ্য থেকেও বেশ কিছু শূন্যপদে নিয়োগ হবে। এর মধ্যে জেনারেল, এসসি, এসটি ও ওবিসি পর্যায়ের পদ পৃথক পৃথকভাবে রয়েছে। মেয়েদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু পদ। আবেদনের আগে জোন, দপ্তর, পদের নাম ও ক্যাটেগরি অনুযায়ী শূন্যপদের বিস্তারিত দেখে আপনার যোগ্যতার মাপকাঠি যাচাই করে তবেই ফর্ম ফিলাপ করবেন।

সামগ্রিকভাবে সারা দেশের হিসেবে মোট ২০৪৯টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২৫৫টি, এসটি'র জন্য ১২৪টি, ওবিসি'র জন্য ৪৫৬টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১০২৮টি পদ অসংরক্ষিত। এবং ৪০টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য এবং ৬৮টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ও ১৮৬টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। শূন্যপদের মধ্যে (১) লাইব্রেরি এটেন্ড্যান্ট, লেভেল-২ - ২টি, যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮ - ২৫ বছর, (২) লেডি মেডিক্যাল এটেন্ড্যান্ট - ৫টি, যোগ্যতা মাধ্যমিক, বয়স ১৮ - ২৫ বছর, (৩) মেডিক্যাল এটেন্ড্যান্ট - ৭টি, যোগ্যতা অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮ - ২৫ বছর, (৪) নার্সিং অফিসার, লেভেল-৭, ৮টি, যোগ্যতা অন্ততপক্ষে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ১৮ - ৩০ বছর, (৫) ফার্মাসিস্ট, অ্যালোপ্যাথি, লেভেল-৫, ১১টি, যোগ্যতা অন্ততপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক ও ফার্মাসিস্ট পাশ, বয়স ১৮ - ২৫ বছর, (৬) ফিল্ডম্যান - ৩টি, যোগ্যতা অন্ততপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮ - ২৫ বছর, (৭) ডেপুটি রেঞ্জার - ১টি, যোগ্যতা অন্ততপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮ - ২৭ বছর, (৮) জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট - ৩টি, যোগ্যতা অন্ততপক্ষে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ গ্র্যাজুয়েট, বয়স ১৮ - ৩০ বছর, (৯) একাউন্ট্যান্ট - ১টি, যোগ্যতা অন্ততপক্ষে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ গ্র্যাজুয়েট, বয়স ১৮ - ৩০ বছর, (১০) ল্যাব এটেন্ড্যান্ট - ১টি, যোগ্যতা অন্ততপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮ - ২৭ বছর, এধরনের পদের নাম, রাজ্য ভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা, যোগ্যতা, বয়স সীমা ইত্যাদি আরও বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নেবেন।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হলে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি পাঠাবেন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী অথবা যে-কোনও মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই এগ্‌জাম-ফি লাগবে না। তবে ই-মেইল আইডি তৈরি করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, অনলাইনে দরখাস্ত ফিল-আপ, পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, ব্যাঙ্কের কমিশন, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা, এডমিট কার্ড ডাউনলোড করা ইত্যাদির যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্তের প্রয়োজনীয় নিয়মনির্দেশ সাইটেই পাবেন, তবে দরখাস্ত করতে হবে ১৮ মার্চের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ১৮ মার্চ। এককথায়, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর জক্কিঝামেলা কম, খরচও কম হয়। দরখাস্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ডকুমেন্টস জেরক্স করে পাঠাতে হয় না, কল লেটার প্রাপ্তির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থীবাছাই হবে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে জুন-জুলাই মাসের মধ্যে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য সম্ভাব্য পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে আগরতলার কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে কাঁর কবে এবং কোথায় পরীক্ষা নেওয়া হবে, তা জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারের মাধ্যমে। পরীক্ষার ৭ দিন আগে কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। প্রশ্নপত্র হবে ২০০ নম্বরের, অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের, প্রশ্ন সংখ্যা ১০০টি। এতে থাকবে ৪ পেপার। প্রতিটিতে ২৫টি করে প্রশ্ন থাকবে। সময় ১ ঘন্টা। পেপারগুলি হল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টি টিউড, জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস। জেনারেল ইংলিশ ছাড়া সব প্রশ্নই হবে ইংরিজি-হিন্দিতে দ্বিভাষিক। সব পেপারেই আলাদা-আলাদা ভাবে সফল হতে হবে। নেগেটিভ মাকিং থাকবে, প্রতিটি ভুলের জন্য ০.৫০ নম্বর অর্থাৎ ২টি ভুলের জন্য ১ নম্বর খোয়াতে হবে। ১ ঘন্টা বা ৬০ মিনিটের পরীক্ষা হলেও লিখনসহকারী নেওয়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা নির্দিষ্ট কিছু সময় অতিরিক্ত পাবেন।

দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

ভেল্-এ ৫১৭ জন ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ ত্রিপুরা থেকে অনলাইনে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যাল লিমিটেড বা ভেল্-এ ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমই, এমটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ মার্চ, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

মহারত্ন, মিনিরত্ন ইত্যাদি কর্পোরেট সেক্টরগুলোতে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার-এর যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভেল্ বা ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস্ লিমিটেডে বিশেষ করে ব্যাঙ্গালোরে ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ৫১৭ জনকে বাছাইয়ের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ভেল্-এ ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০২-২০২৪-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৮ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন, ১৯ শতাংশ আসন এসসি'র জন্য, ১ শতাংশ আসন এসটি'র জন্য, ২৭ শতাংশ ওবিসি'র জন্য এবং ৪ শতাংশ আসন শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েব সাইটে, 'রিক্রুটমেন্ট' ট্যাব লিঙ্কে। জোন অনুযায়ী শূন্যপদের বিভাজন এই রকম — সেন্ট্রাল জোনে ৬৮ জন, ইস্ট জোনে ৮৬ জন, ওয়েস্ট জোনে ১৩৯ জন, নর্থ জোনে ৭৮ জন, নর্থ-ইস্ট জোনে ১৫ জন, সাউথ জোনে ১৩১ জন। সামগ্রিক হিসেবে মোট ৫১৭টি পদের মধ্যে এসসি'র জন্য ৭৭টি, এসটি'র জন্য ৩৯টি, ওবিসি'র জন্য ১৩৯টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ২১০টি পদ অসংরক্ষিত। ৫২টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। প্রতিক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা বিই, বিটেক, এমই, এমটেক পাশ হতে হবে। শূন্যপদের বিস্তারিত বিভাজন ও বিন্যাস এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি পদ বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের নির্দিস্ট ওয়েবসাইটে 'রিক্রুটমেন্ট' ট্যাব-এ। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ-অন করে ১৩ মার্চের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ মার্চ। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি।

প্রতি ক্ষেত্রেই, এসসি/এসটি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ৫ বছরের এবং ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৩ বছরের শিথিলতা রয়েছে। প্রার্থিবাছাইয়ের জন্য প্রথম দরখাস্তের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রার্থীদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে, সফল হলে সাক্ষাৎকার। পরীক্ষা কেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে ৬টি জোনে ২৩টি নির্দিষ্ট শহরে। ত্রিপুরা সহ নর্থ-ইস্টের প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারেন, তবে পরীক্ষা দিতে হবে বহিঃরাজ্যে নিকটবর্তী কোনও কেন্দ্রে গিয়ে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের স্থান-কাল যথাসময়ে ইমেল বা এসএমএস করে বা ওয়েবসাইটে জানানো হবে সেইমতো অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নিয়ে পরীক্ষা দিতে যেতে হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - ৩৮৩/ এইচআর/ টিই/ এসসিবি ২০২৩-২৪, তারিখ ২৮-০২-২০২৪।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ওয়ার্কার (অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি),**
শূন্যপদ ঃ ১৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মার্চ,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, তবে সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স ইন কম্পিউটার অথবা 'ও' লেভেল কোর্স সার্টিফিকেট করা হতে হবে, বিসিএ/ বিএসসি (সিএস)/ বিএসসি (আইটি)/ বিই (আইটি) পাশ হলেও আবেদন করা যাবে,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার (বিইএল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমই, এমটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ মার্চ,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মার্চ,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, ক্লার্ক ইত্যাদি (কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে),**
শূন্যপদ ঃ ২০৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৬-৮ মে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে ৮০টি শহরে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (ইএসআইসি),**
শূন্যপদ ঃ ৯২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মার্চ,
সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অপারেটর-কাম-টেকনেশিয়ান (স্টিল অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৩১৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ মার্চ,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **হেল্পার, হ্যান্ডি ওয়ার্ক- পুরুষ, মহিলা (এয়ারপোর্ট),**
শূন্যপদ ঃ ২৯৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মার্চ,
সরাসরি ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেড এপ্রেন্টিস (স্টিল অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৩০২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন),
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর (ভারতীয় সেনাবাহিনী),**
শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৭.৫-২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মার্চ,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা শারীরিক ও লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৯২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মার্চ,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার (কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৯৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **পি.এ (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩২৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে স্টিল অথরিটিতে ৩১৪ জন অপারেটর-কাম-টেকনেশিয়ান নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় অপারেটর-কাম-টেকনেশিয়ান পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ মার্চ, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় বিভিন্ন ইউনিটে অর্থাৎ সেইল-এ অপারেটর-কাম-টেকনেশিয়ানপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ট্রেড বা ডিসিপ্লিন বা পদের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ১৮ মার্চের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১৮ মার্চ। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন বা পদের জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে উচু হারে মূল মাইনে দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে 'রিক্রুটমেন্ট' ট্যাব-এ। সেইল-এর জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ০১/২০২৪, তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪। শূন্যপদগুলো হলো — (১) অপারেটর-কাম-টেকনেশিয়ান ট্রেনি - মেটালার্জি, শূন্যপদ ৫৭টি। (২) অপারেটর-কাম-টেকনেশিয়ান ট্রেনি - ইলেকট্রিক্যাল, শূন্যপদ ৬৪টি। (৩) অপারেটর-কাম-টেকনেশিয়ান ট্রেনি - মেকানিক্যাল, শূন্যপদ ১০০টি। (৪) অপারেটর-কাম-টেকনেশিয়ান ট্রেনি - ইনস্ট্রুমেন্টেশন, শূন্যপদ ১৭টি। (৫) অপারেটর-কাম-টেকনেশিয়ান ট্রেনি - সিভিল, শূন্যপদ ২২টি। (৬) অপারেটর-কাম-টেকনেশিয়ান ট্রেনি - কেমিক্যাল শূন্যপদ ১৮টি। (৭) অপারেটর-কাম-টেকনেশিয়ান ট্রেনি - সিরামিক, শূন্যপদ ৬টি। (৮) অপারেটর-কাম-টেকনেশিয়ান ট্রেনি - ইলেকট্রনিক্স, শূন্যপদ ৮টি। (৯) অপারেটর-কাম-টেকনেশিয়ান ট্রেনি - কম্পিউটার আইটি, শূন্যপদ ২০টি। (১০) অপারেটর-কাম-টেকনেশিয়ান ট্রেনি - ড্রাফ্টসম্যান, শূন্যপদ ৪টি। প্রতিটি পদের ক্ষেত্রেই ক্যাটেগরি ভিত্তিক বিভাজন ও সংরক্ষণ রয়েছে। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, ইডব্লিওএস, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। সর্বোপরি বেশ কিছু পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থী এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য পদ সংরক্ষিত রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ-অন করে। বয়স ঃ ১৮-০৩-২০২৪ তারিখের হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৮ বছর। কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ৩০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশের পর নির্দিষ্ট বিভাগে আইটিআই বা ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে। এক্সিকিউটিভ পদের ক্ষেত্রে বিই/ বিটেক পাশ এবং নির্দিষ্ট বিষয়ে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ-অন করে ১৮ মার্চের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ১৮ মার্চ। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। প্রতি ক্ষেত্রেই, এসসি/এসটি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ৫ বছরের এবং ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৩ বছরের শিথিলতা রয়েছে। প্রার্থিবাছাইয়ের জন্য প্রথম দরখাস্তের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রার্থীদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে, সফল হলে সাক্ষাৎকার। পরীক্ষা কেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে ৭টি নির্দিষ্ট শহরে। ত্রিপুরা সহ নর্থ-ইস্টের প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারেন, তবে পরীক্ষা দিতে হবে বহিঃরাজ্যে নিকটবর্তী কোনও কেন্দ্রে গিয়ে। প্রার্থীরা চূড়ান্তভাবে সফল হলে ডাক্তারি পরীক্ষাও আছে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের স্থান-কাল যথাসময়ে ইমেল বা এসএমএস করে বা ওয়েবসাইটে জানানো হবে সেইমতো অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নিয়ে পরীক্ষা দিতে যেতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কীপরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।
* অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে **ওয়ার্কার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মার্চ, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* ত্রিপুরায় দুটি দপ্তরে **সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, তবে সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স ইন কম্পিউটার অথবা 'ও' লেভেল কোর্স সার্টিফিকেট করা হতে হবে, বিসিএ/ বিএসসি (সিএস)/ বিএসসি (আইটি)/ বিই (আইটি) পাশ হলেও আবেদন করা যাবে, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রক বি.ই.এল-এ **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমই, এমটেকপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ মার্চ, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মার্চ, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে **এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, ক্লার্ক ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৬-৮ মে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে ৮০টি শহরে।

* ইএসআইসি-তে **সিনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মার্চ, সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় **অপারেটর-কাম-টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ মার্চ, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারপোর্ট অথরিটির অধীনে **হেল্পার, হ্যান্ডি ওয়ার্ক- পুরুষ, মহিলা** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৯৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মার্চ, সরাসরি ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় **ট্রেড এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন), বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় সেনাবাহিনীতে **অগ্নিবীর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৭.৫-২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মার্চ, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা শারীরিক ও লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মার্চ, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে **নার্সিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩২৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৯ মার্চে শিলিগুড়িতে ৪৫০০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের রেল ও সড়ক সেক্টরের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প উদ্বোধন ও উৎসর্গ করবেন

যোরহাট থেকে অসমের ১৩২৮ কোটি টাকা মূল্যের দুটি রেলওয়ে প্রকল্প উৎসর্গ করবেন

মালিগাঁও, ০৮ মার্চ, ২০২৪: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ০৯ মার্চ, ২০২৪ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে ৪৫০০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের রেল ও সড় সেক্টরের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প উদ্বোধন, উৎসর্গ করবেন।

প্রধানমন্ত্রী রেল লাইনের বৈদ্যুতিকীকরণের একাধিক প্রকল্প রাষ্ট্রের প্রতি উৎসর্গ করবেন, যা উত্তরবঙ্গ ও নিকটবর্তী অঞ্চলের জনগণকে উপকৃত করবে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে একলাখী-বালুরঘাট সেকশন, বারসোই-রাধিকাপুর সেকশন, রাণীনগর জলপাইগুড়ী-হলদিবাড়ী সেকশন, শিলিগুড়ি-আলুয়াবাড়ী সেকশন ভায়া বাগডোগরা এবং শিলিগুড়ি-সেবক-আলিপুরদুয়ার জং.-সামুকতলা (আলিপুরদুয়ার জং.-নিউ কোচবিহার সমেত) সেকশন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মনিগ্রাম-নিমতিতা সেকশনে রেলওয়ে লাইনের দ্বৈতকরণ প্রকল্প এবং আমবাড়ী ফালাকাটা-আলুয়াবাড়ীতে অটোমেটিক ব্লক সিগনালিং সহ নিউ জলপাইগুড়ীতে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং-এর পাশাপাশি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে প্রকল্পও দেশের প্রতি উৎসর্গ করবেন।

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী শিলিগুড়ি ও রাধিকাপুরের মধ্যে একটি নতুন প্যাসেঞ্জার ট্রেন পরিষেবার সূচনা করবেন। এই রেল প্রকল্পগুলির ফলে অঞ্চলটিতে রেল যোগাযোগ উন্নত হবে, পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের সুবিধা হবে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক বিকাশে অবদান রাখবে।

এই রেলওয়ে প্রকল্পগুলির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে ৩,১০০ কোটি টাকা মূল্যের দুটি জাতীয় সড়ক প্রকল্পও উদ্বোধন করবেন।

এই প্রকল্পগুলিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এনএইচ ২৭-এর চার লেনের ঘোষপুকুর-ধুপগুড়ী সেকশন এবং এনএইচ ২৭-এ চার লেনের ইসলামপুর বাইপাস।

ঘোষপুকুর-ধুপগুড়ী সেকশন হলো দেশের অন্যান্য অংশের সাথে পূর্ব ভারত সংযোগী উত্তর-দক্ষিণ পরিবহণ করিডোরের একটি অংশ। এই সেকশনটি চার লেন করা হলে উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সংযোগ ব্যবস্থা সুগম হবে। চার লেনের ইসলামপুর বাইপাস ইসলামপুর শহরের যানজট হ্রাস করবে।

সড়ক প্রকল্পগুলি এই অঞ্চলে ঔদ্যোগিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের গতি বৃদ্ধি করবে।

এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অসমের যোরহাট থেকে রেলওয়ে লাইনের দুটি ডাবলিং প্রকল্প দেশের প্রতি উৎসর্গ করবেন। যথাক্রমে ৮০৭ কোটি এবং ৫২১ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপিত নিউ বঙাইগাঁও-গোয়ালপাড়া-কামাখ্যা ডাবলিং প্রকল্পের অধীনে ধুপধরা-ছয়গাঁও সেকশনের (৩৪.১১৭ কিমি) ডাবলিং এবং নিউ বঙাইগাঁও-রঙিয়া-আগিয়াঠুরি ডাবলিং প্রকল্পের অধীনে নিউ বঙাইগাঁও-সরভোগ সেকশনের (৩৬.৪২ কিমি) ডাবলিং প্রকল্পের রাষ্ট্রের প্রতি উৎসর্গ করবেন। এই প্রকল্পগুলি উভয় সেকশনে যানজট হ্রাস করতে এবং মসৃণ ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস আগরতলা বর্ণাঢ্য র‍্যালি

আগরতলা, ৮ মার্চ, ২০২৪ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আজ রাজধানী আগরতলায় এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন এই র‍্যালির আয়োজন করে। সকালে ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে এই র‍্যালি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। র‍্যালিতে ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, ভাইস চেয়ারপার্সন মধুমিতা চৌধুরী, আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, কর্পোরেটরগণ, ত্রিপুরা রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্য সচিব মাধব পাল, সমাজের বিভিন্নস্তরের নারীগণ ছাড়াও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীগণ, এনসিসি ক্যাডেটগণ সুসজ্জিত পোশাকে প্লেকার্ড নিয়ে অংশ নেন। এই র‍্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা থেকে পুনরায় মহিলা কমিশন কার্যালয় প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়।।

মুঙ্গিয়াকামী ব্লক প্রাঙ্গণে স্বচ্ছতা পাখোয়ারা কর্মসূচির উদ্বোধন

সরকার স্বচ্ছতার উপর গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন কর্মসূচি নিচ্ছে ঃ জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

তলিয়ামুড়া, ৮ মার্চ, ২০২৪ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকেই শিশুদের হাতে কলমে শিক্ষা শুরু হয়। তাই এই কোমলমতি শিশুদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে স্বচ্ছতার পাঠদান শুরু হলে শিশুদের পাশাপাশি সমাজও উপকৃত হবে। গতকাল মুঙ্গিয়াকামী ব্লক প্রাঙ্গণে স্বচ্ছতা পাখোয়ারা কর্মসূচির উদ্বোধন করে জনজাতি কল্যাণ মী বিকাশ দেববর্মা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর সারা দেশেই স্বচ্ছতার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। রাজ্যের বর্তমান সরকারও স্বচ্ছতার উপর গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন কর্মসূচি নিচ্ছে।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুঙ্গিয়াকামী নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের আধিকারিক অজিত মোহন জমাতিয়া।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে মুঙ্গিয়াকামী বিএসি'র চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা, সম্মানিত অতিথি হিসেবে মুঙ্গিয়াকামীর বিডিও সুশীল রিয়াং, অতিরিক্ত বিডিও স্টিফেন রিয়াং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

১০ মার্চ পর্যন্ত শুষ্কই থাকবে উপত্যকা, জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্রই ঊর্ধমুখী তাপমাত্রা

শ্রীনগর, ৮ মার্চ (হি.স.): আগামী ১০ মার্চ পর্যন্ত মূলত শুষ্কই থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। ১০ মার্চ পর্যন্ত আবহাওয়ার বিশেষ কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তবে, ১২ মার্চের পর আবহাওয়া বদলাবে উপত্যকায়। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ১২ থেকে ১৪ মার্চের মধ্যে কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ে তুষারপাত ও সমতলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহবিদরা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ১০ মার্চের আগে আবহাওয়ায় বিশেষ কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

এদিকে, শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্রই ঊর্ধমুখী তাপমাত্রার পারদ। শুধুমাত্র পহেলগাম ও গুলমার্গে এখনও ঠান্ডা রয়েছে, এই দুই জায়গা ছাড়া সর্বত্রই ঊর্ধমুখী তাপমাত্রার পারদ। কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে জানিয়েছে, ১২ থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের বেশিরভাগ অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তুষারপাতের পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে ভ্রমণকারী এবং পর্যটকদের সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করার এবং প্রশাসন ও ট্রাফিক পুলিশ বিভাগের জারি করা পরামর্শগুলি অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে তৎপর ইডি, কলকাতার বিভিন্ন ঠিকানায় তদন্তে কেন্দ্রীয় সংস্থা

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.): এবার উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে তৎপর হয়ে উঠল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার সকাল থেকে কলকাতার বিভিন্ন ঠিকানায় তদন্তে নেমেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। ইডি সূত্রের খবর, নিউটাউনের পাথরঘাটা এলাকায় আবদুল আমিন নামের এক পার্শশিক্ষকের বাড়িতে হানা দিয়েছেন ইডি-র পাঁচ আধিকারিক। সূত্রের খবর, এই শিক্ষক রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ।

তল্লাশি চলছে রাজারহাট এলাকার বাসিন্দা এক ব্যক্তির বাড়িতেও। জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি জমি কেনাবেচার ব্যবসায় যুক্ত। এ ছাড়াও নাগেরবাজার এলাকায় এক হিসাবরক্ষকের বাড়িতেও তল্লাশি চলছে। নাগেরবাজারে যে হিসাবরক্ষকের বাড়িতে ইডি হানা দিয়েছে, স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকায় তাঁর অনেকগুলি ফ্ল্যাট রয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগ 'দুর্নীতি'র তদন্তেই তাদের এই অভিযান।

শিবরাত্রির শোভাযাত্রায় দুর্ঘটনা, রাজস্থানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অসুস্থ ১৪ জন শিশু

মহাশিবরাত্রি উদযাপনের মধ্যেই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল রাজস্থানের কোটা জেলায়। শিবরাত্রির শোভাযাত্রা চলাকালীন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ১৪ জন শিশু। রাজস্থানের মন্ত্রী হীরালাল নগর বলেছেন, 'এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা... দুই শিশু গুরুতর আহত এবং একজনের ১০০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। সম্ভাব্য সব ধরনের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার কোটায় মহাশিবরাত্রির শোভাযাত্রা চলাকালীন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে। মোট ১৪ জন শিশু আহত ও অসুস্থ হয়েছে। দু""টি শিশুর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

পারদের ওঠানামার মধ্যেই মনোরম পরিবেশ, স্বস্তিদায়ক আবহাওয়া দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.): কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রার পারদের ওঠানামা লেগেই রয়েছে, একই অবস্থা উত্তরবঙ্গেও। কোনও দিন বাড়ছে, আবার কোনও খানিকটা কমছে। পারদের ওঠানামার মধ্যেও মনোরম পরিবেশ রয়েছে তিলোত্তমায়, মোটামুটি স্বস্তিদায়ক আবহাওয়া রয়েছে দক্ষিণ ও উত্তর দুই বঙ্গেই। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম।

তাপমাত্রা কমতেই শুক্রবার সকালে হালকা ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে, গ্রাম বাংলায় এই ঠান্ডার অনুভূতি একটু বেশি ছিল। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, শনিবারের পর থেকে ফের তাপমাত্রার পারদ চড়বে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাপমাত্রার খুব বেশি তারতম্য না হলেও, রবিবারের পর থেকে বৃদ্ধি পেতে থাকবে তাপমাত্রা। বেলা বাড়তেই বাড়বে গরম, অনুভূত হবে ঘর্মাক্ত অস্বস্তি। গুমোটভাবে অনুভূত হবে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে।

টৌকিও-তে শিনজোর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ জয়শঙ্করের, সমবেদনা ব্যক্ত করলেন বিদেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি ও টৌকিও, ৮ মার্চ (হি.স.): জাপানের রাজধানী টৌকিও-তে সে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা প্রয়াত শিনজো আবে-র স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। শিনজো আবের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন জয়শঙ্কর, সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন তিনি। পাশাপাশি শিনজোর মা মিসেস ইয়োকো আবে-কে লেখা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি চিঠি তুলে দিয়েছেন জয়শঙ্কর, ওই চিঠিতে শিনজোর প্রয়াণে গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

শুক্রবার সকালে এস জয়শঙ্কর এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, 'এইবার টৌকিও সফরের সময় প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের স্ত্রী মিসেস আকিয়ে আবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ভারত-জাপান সম্পর্কের অগ্রগতিতে প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের অমূল্য অবদানের কথা স্মরণ করেছি। শিনজো আবের সাম্প্রতিক মৃত্যুতে শোক ব্যক্ত করে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর মা মিসেস ইয়োকো আবে-কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি চিঠি হস্তান্তর করেছি।'

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের জুলাই মাসে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। পশ্চিম জাপানের নারা শহরে একটি কর্মসূচিতে বক্তৃতা করছিলেন শিনজো আবে। তাঁকে চার পাশে ঘিরেছিলেন অনেকে। গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়লেন শিনজো। জামায় ছিল রক্তের দাগ। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও প্রাণে বাঁচানো যায়নি।

বিমানে বসার আসনে গদি গায়েব! হতভম্ব যাত্রী

বেঙ্গালুরু, ৮ মার্চ (হি. স.): বেঙ্গালুরু থেকে ভোপালগামী ইন্ডিগোর একটি বিমানে উঠেছিলেন যবনিকা রাজ শাহ নামে এক যাত্রী। কিন্তু বিমানে উঠে দেখেন, সিট-এর মধ্যে গদিই নেই!

ওই মহিলা যাত্রী সম্প্রতি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ একটি ছবি শেয়ার করেছেন, সেখানে দেখা যায় বসার আসনে লাগানো গদি অনুপস্থিত। এরপরই ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সকে এক্স হ্যান্ডেলে ট্যাগ করে তিনি কটাক্ষের সুরে লিখেছেন- এটি বেঙ্গালুরু থেকে ভোপালের ফ্লাইট! আশা করি আমি নিরাপদেই অবতরণ করব! যবনিকার পোস্টটি ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাঁর ওই পোস্টেই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিমান সংস্থা ইন্ডিগো। তাদের তরফে সাফাই দেওয়া হয়েছে, ওই আসনের গদি বিমান ছাড়ার আগে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল পরিষ্কার করার জন্য। এটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

১৩ মার্চ অবধি রোজই ব্যস্ততা প্রধানমন্ত্রীর, একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে পৌঁছবেন নানা রাজ্যে

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): বিশ্রাম নিচ্ছেন না একদিনও, প্রতিদিনই পৌঁছে যাচ্ছেন দেশের কোনও না কোনও রাজ্যে। তুলে দিচ্ছেন বিপুল অর্থের উপহার (উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস), আগামী ১৩ মার্চ অবধি রোজই ব্যস্ত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে পৌঁছবেন দেশের নানা রাজ্যে। ৯ মার্চ, শনিবার অরুণাচল প্রদেশে যাবেন মোদী। পশ্চিম কামেঙে তিনি সেলা টানেল উদ্বোধন করবেন। তার পর রাজধানী ইটানগরে গিয়ে সরকারি কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। আবার সেখান থেকে যাবেন অসমে। জোরহাটে লাচিত বোড়ফুকনের মূর্তি উন্মোচন করবেন মোদী। ফিরে আসবেন পশ্চিমবঙ্গে। ওই দিনই শিলিগুড়িতে বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

১০ মার্চ, রবিবার বাংলা থেকে উত্তর প্রদেশে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। আজমগড়ে বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। মঞ্চে থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। ১১ মার্চ (সোমবার) আবার দিল্লিতে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে 'নমো ড্রোন দিদি', 'লাখপতি দিদি'-র মতো বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি। দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ের হরিয়ানা শাখার উদ্বোধনও হবে তাঁর হাতে। তার পর ডিআরডিও-র একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মোদী। এরপর ১২ মার্চ, নবম দিনে গুজরাটে যাবেন মোদী। সবরমতিতে কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। সেখান থেকে যাবেন রাজস্থানে। পোখরান এবং জয়সলমীরে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। ১৩ মার্চ, শেষ পর্যায়ে ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে গুজরাট এবং অসমে মোট তিনটি সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

মানসিক সুস্থতার মতো বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ, দেশের প্রতিভার প্রতি আস্থা আছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): মানসিক সুস্থতার মতো বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমার দেশের প্রতিভার প্রতি আমার আস্থা আছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমি আমার দেশের মানুষের সংবেদনশীলতার প্রশংসা করি...অনেক নির্মাতা মানসিক সুস্থতা নিয়ে খুব ভালো কাজ করছেন, কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজন এই বিষয়ে আরও কাজ করুন এবং সম্ভব হলে স্থানীয় ভাষায়।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ডিজিটাল ক্রিয়েটর পুরস্কার প্রদান করেন। গল্প বলা, পরিবেশ সুরক্ষা, সামাজিক পরিবর্তন, শিক্ষা, ক্রীড়া সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আপনাদের বিষয়বস্তু এখন ভারত জুড়ে একটি অসাধারণ প্রভাব তৈরি করছে। যখন বিষয়বস্তু ডিজিটালের সঙ্গে সহযোগিতা করে, তখন রূপান্তর আসে। যখন বিষয়বস্তু উদ্দেশ্যের সাথে সহযোগিতা করে, তখন এটি প্রভাব দেখায় এবং এখন যখন আপনারা সবাই এখানে এসেছেন,

শাহজাহানের ফোনের কল লিস্ট থেকে মিলছে অনেক তথ্য

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.): সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলার ঘটনার সময়, শেখ শাহজাহানের দুটি নম্বর থেকে ২১টি ফোন করা হয়েছিল। সিবিআইয়ের হাতে এসেছে সেই সব ফোনের কল ডিটেলস। এর থেকে সামনে আসছে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য।

সিবিআই সূত্রে খবর, শেখ শাহজাহানের একটি ফোন থেকে ৩টি কল করা হয়। আর একটি ফোন থেকে প্রায় ১৮টি ফোন কল করা হয়। ওই দিনই সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ সন্দেশখালির তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো ফোন করেছিলেন শেখ শাহজাহানকে। ২ জনের মধ্যে প্রায় দেড় মিনিট কথা হয়। এর পাশাপাশি, পঞ্চায়েতের নেতা ও স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের নম্বরও কল লিস্ট থেকে পাওয়া গেছে বলে খবর সিবিআই সূত্রে।

কী কথা হয়েছিল সেদিন বিধায়ক মাহাতোর সঙ্গে? সুকুমারের দাবি, "আমি ফোন করেছিলাম। ফোন করে বললাম যে, ভাই মারপিট-ভাঙচুর এগুলি যেন না হয়। দলের থেকে আমাকে বলছে, আপনি দেখুন। বলেছে, আমি তো জানি না, আমি ছিলাম না, এইটুকু বলেছে। আমি বললাম, কোনও যেন ভাঙচুর না হয়, কোনওভাবে যেন মারধর না হয়, ইডি-কে যেন মারধর না হয়। যদিও ততক্ষণে হয়ে গেছে ঘটনাটা।"

উল্লেখ্য, গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে গিয়ে ইডি অফিসারদের মারধর করা হয়েছিল। ঘটনা উদ্বেগজনক বলে সেদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। পাশাপাশি ইডির বিরুদ্ধেই ঘটনায় দায় চাপিয়ে কুণাল বলেন, ইডির উস্কানির ফলেই ওই ঘটনা।

লোকসভা নির্বাচনে সর্বসম্মতিক্রমে জয়ী হবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী : জিতেন্দ্র সিং

জম্মু, ৮ মার্চ (হি.স.): আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সর্বসম্মতিক্রমে জয়ী হবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা ডঃ জিতেন্দ্র সিং। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, ৪০০-র বেশি আসনে জয়লাভ করে ফের প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র মোদী।

শুক্রবার জম্মুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তাঁকে লোকসভা নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে তিনি বলেন, 'বিজেপি একটি ব্যবস্থার অধীনে কাজ করে। বিজেপি একটি আত্মবিশ্বাসী দল। আমরা সুশৃঙ্খলভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই নির্বাচনে সর্বসম্মতিক্রমে জিতবেন এবং ৪০০টিরও বেশি আসন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হবেন।'

ব্যথা বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কলকাতায়

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.): পেইন ম্যানেজমেন্টের মতো চিকিৎসা শাস্ত্রে একটি নতুন বিষয়। কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই শাখার আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে কলকাতায়। শুক্রবার থেকে নিউ টাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে শুরু হল এই সম্মেলন। চলবে রবিবার পর্যন্ত। দেশ বিদেশের প্রায় আড়াইশ ব্যথা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা যোগ দেবেন।

ব্যথা নিরাময়ের সাম্প্রতিক অগ্রগতি নিয়ে এই ৮ম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের (আইসিআরএ পেইন ২০২৪) উদ্যোক্তা ব্যথার চিকিৎসা কেন্দ্র দরদিয়া পেইন ফাউন্ডেশন। এই সম্মেলনের মঞ্চে দেখা গেল সম্বলপুরের ডা. স্মৃতিরেখা হোতা, নেপালের ডা. শিরিশ অমাত্য, বাংলাদেশের ডা. কাওসার সর্দার, ডা.এ এইচ মিল্টন, মালেশিয়ার ডা. সি জে তোহা ও ডা. গোপীনাথ রাজু, সিঙ্গাপুরের ডা. ম্যাথু টাং বা ইরাকের ডা. সাবা আহমেদ এর মতো পেইন ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞদের। সম্মেলনের বিভিন্ন আলোচনায় এবং সংবাদ মাধ্যমের সামনে তাঁরা ব্যথার চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি তুলে ধরেন।

বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের তো বটেই অনেক চিকিৎসকদের মধ্যেও সঠিক ধারণা নেই। পেইন ম্যানেজমেন্টকে জনপ্রিয় করে তুলতে বহু বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন দরদিয়ার প্রাণপুরুষ ডা. গৌতম দাস। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা ব্যথার চিকিৎসার পাশাপাশি দেশ বিদেশের চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

ডা. গৌতম দাস জানান, আমরা সকলেই জীবনের কোন না কোন সময়ে ব্যথায় ভুগেছি। এর বাইরে ভারতবর্ষে নিরন্তর ব্যথার কষ্টে ভুগছেন মোট জনসংখ্যার ২২.৫ু মানুষ। বিশ্বের কোনও কোনও দেশের ৪০ু পর্যন্ত মানুষ নিরন্তর ব্যথার শিকার।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথার প্রকোপ বাড়ে। হাঁটু, কোমর, কাঁধ, মেরুদণ্ড, মাইগ্রেন, ঘাড়, কাঁধ, হাত সহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথা তো আছেই, সঙ্গে আছে ক্যানসারের অন্তিম পর্যায়ের ব্যথার মারাত্মক কষ্ট। ব্যথার ওষুধ সাময়িক ভাবে খাওয়া গেলেও এটি কোনও সমাধান নয়। দীর্ঘমেয়াদি ব্যথার কষ্টের নিরাময় করা হচ্ছে বিশেষ চিকিৎসার সাহায্যে। এর সাহায্যে বেশিরভাগ ব্যথার উপশম করা হয় কোনও কাটা ছেঁড়া ছাড়াই। দীর্ঘমেয়াদি ব্যথার পেছনে খুব যে মারাত্মক কোনও কারণ থাকে তা নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষয়জনিত কারণে ব্যথার সমস্যা হয়। অন্যদিকে টানা বসে কাজ, শরীরচর্চার অভাবে ব্যথার সমস্যা বাড়ছে। বেশি বয়সে ব্যথার সমস্যা বাড়লেও অনেক সময় অল্প বয়স থেকেও দীর্ঘমেয়াদি ব্যথা ভোগায় বলে জানালেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. সুম্পা দাস। ব্যথার কষ্ট কমাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যানালজেসিক ওষুধ আর অস্ত্রোপচারের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু ডা. দাস জানান, ইন্টারভেনশনাল পেইন মানেজমেন্টের একটা অন্যতম দিক হল রিজেনারেশন থেরাপি। অর্থাৎ বয়স, খেলাধুলো ও অন্যান্য কারণে অস্থিসন্ধি, পেশি, টেন্ডন, লিগামেন্ট ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হলে রিজেনারেশন থেরাপির সাহায্যে চিকিৎসা করলে রোগী দীর্ঘ দিন সুস্থ থাকেন।

ব্যথা বিশেষজ্ঞ ডা. সুম্পা দাস জানান, স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন দিয়ে সাময়িকভাবে ব্যথা কমানো হলেও রিজেনারেশন থেরাপি দিয়ে ব্যথা সারানোর পদ্ধতি অনেক বেশি কার্যকরী। অস্থিসন্ধি ক্ষয়ে গেলে কিংবা পেশি, টেন্ডন, লিগামেন্ট চোট পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলে রোগীর শরীর থেকে রক্ত নিয়ে প্লেটলেট আলাদা করে রিজেনারেশন থেরাপির মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করা হয়। প্লেটলেটে আছে আলফা গ্র্যান্যুয়েলস নামে এক বিশেষ 'গ্রোথ ফ্যাক্টর'। এগুলি ক্ষতিগ্রস্ত অংশকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। ফলে ব্যথা সেরে যায়। আলট্রাসাউন্ড গাইডেড এই থেরাপিতে ক্ষতিগ্রস্ত অংশতে ওষুধ দেওয়ায় এই থেরাপি দ্রুত কার্যকর হয়।

অতি সম্প্রতি আরও একটি অত্যন্ত কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে ইদানীং ব্যথা কমানো হচ্ছে, তা হল 'বোনম্যারো সেল থেরাপি'। অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিগুলির মধ্যে আছে 'ওজোন নিউক্লিওলাইসিস', 'পিআরপি', 'সিলেকটিভ নার্ভ রুট ব্লক', 'পাবকিউটেনিয়াস মাইক্রোডিসেক্টমি', 'রেডিওফ্রিকোয়েন্সি নিউরোটমি' প্রভৃতি। কোন রোগীর জন্য কোন চিকিৎসা প্রয়োজন, তা নির্ভর করে রোগীর সামগ্রিক অবস্থার ওপর। এগুলোর সঙ্গে কিছু শরীরচর্চা করা জরুরি। আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনে ব্যথার চিকিৎসার নতুন নতুন দিকগুলি আলোচনা হচ্ছে।

মণিপুরের থউবালে অপহৃত ভারতীয় সেনা আধিকারিক

ইমফল, ৮ মার্চ (হি.স.) : মণিপুরের থউবাল জেলায় নিজের বাড়ি থেকে অপহৃত হয়েছেন ভারতীয় সেনা বাহিনীর জনৈক আধিকারিক। ঘটনা আজ শুক্রবার সকাল প্রায় নয়টা (৯.০০) নাগাদ সংগঠিত হয়েছে।

জেলা পুলিশের সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, থউবাল জেলার অন্তর্গত চারাংপাট মামাং লেইকাইয়ের বাসিন্দা, ভারতীয় সেনা বাহিনীর জুনিয়র কমিশনড অফিসার (জেসিও) কনসাম খেদা সিং ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন। আজ সকাল প্রায় ৯.০০টায় তাঁর বাড়িতে কয়েকজন দুষ্কৃতী ঢুকে তাঁকে একটি গাড়িতে করে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

অপহরণের কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, সেনা আধিকারিককে অপহরণের পেছনে চাঁদাবাজি মামলা। কেননা, জেসিও কনসাম খেদা সিং-এর পরিবারকে বেশ কিছুদিন ধরে কোনও অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা মোটা অঙ্কের চাঁদা দিতে চাপ দিচ্ছিল। দাবি মতো চাঁদা না দিলে ভয়ংকর পরিণতির হুমকিও দিচ্ছিল দুষ্কৃতীরা, জানিয়েছে পুলিশের সূত্রটি।

এদিকে জেসিও কনসাম খেদা সিং-কে উদ্ধারের জন্য যৌথভাবে তালাশি অভিযান চালিয়েছে সমস্ত নিরাপত্তা সংস্থা। ঘটনার খবর দিয়ে প্রয়োজনীত ব্যবস্থা নিতে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে থাউবাল জেলার সমস্ত থানা, পুলিশ ফাঁড়ি, চৌকি ইত্যাদিতে। তীব্র অভিযান চলছে ১০২ নম্বর জাতীয় সড়কেও। ওই সড়কে চলমান সমস্ত যানবাহনে তন্নতন্ন করে তালাশি চালিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর।

পুলিশের জালে

● প্রথম পাতার পর

করে দিয়ে বহু কষ্টে এই বাংলাদেশি ত্রিশ হাজার টাকা জোগাড় করে দালালকে দিয়ে বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত পারাপার হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর এই চার রোহিঙ্গা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে এবং তাদের দুঃখের কাহিনী তুলে ধরে।

গাঁজা উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

ধনিরামপুরে গাঁজা পাচার করা হবে। সেই খবরের ভিত্তিতে আসাম রাইফেল ও ডিআরআই যৌথভাবে অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে মোট ৪৫২ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকৃত গাঁজা আইনি প্রক্রিয়ার জন্য ডিআরআই-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চাইল্ডলাইন

● প্রথম পাতার পরণ

বিয়ে হলে কি পরিণতি হয় তা চাইল্ড লাইনের পক্ষ থেকে বোঝানো হয়। পরে তারা জানান ১৮ বছর হওয়ার আগে ওই নাবালিকাকে বিয়ে দেবে না অভিভাবকরা।

এদিনের এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন চাইল্ড লাইনের কর্মী কুন্তলা সিনহা, শামীম মিয়া, নিমাই রায়, ডিসিপিউ-র কর্মী সঞ্জিত পুরকায়স্থ।

নাবালক ছাত্র

● প্রথম পাতার পর

থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছে।

পরিবারের ধারণা, তাঁদেরকে অন্যত্র পাচার করার জন্য কেউ বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ঘোষণা হয়নি নাম, 'বার্তা' পেয়েই অভিজিতের নামে দেওয়াল লিখন নন্দীগ্রামে

পূর্ব মেদিনীপুর, ৮ মার্চ (হি.স.): বিজেপি-তে যোগ দেওয়া তো দূরের কথা, বিচারপতির পদত্যাগ করার আগে থেকেই বাজারে ভাসতে শুরু করেছে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করবে। গত ৭২ ঘন্টায় তাঁকে নিয়ে প্রথমে অনেক জল্পনা, তারপর অনেক বিতর্ক হয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকে দলের ঘোষণা ছাড়াই ওই কেন্দ্রে দেওয়াল লিখন শুরু হয়ে গিয়েছে অভিজিৎবাবুর নামে। এই ঘটনায় বিস্মিত অনেকেই।বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামের একাধিক জায়গায় অভিজিৎবাবুকে বিজেপি প্রার্থী হিসাবে উল্লেখ করে দেওয়াল লিখলেন বিজেপির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য, অভিজিৎবাবুই যে তমলুক থেকে দলের প্রার্থী হতে চলেছেন, তা একপ্রকার নিশ্চিত। দলের উপরতলার বার্তা পেয়েই দেওয়াল লিখন শুরু করেছেন তাঁরা।এ নিয়ে বিজেপি ও অভিজিৎবাবুকে পাল্টা কটাক্ষ করেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, "যেখান থেকে দেওয়াল লিখন শুরু হয়েছে, সেখানকার মানুষই ওঁকে (অভিজিৎকে) প্রত্যাখ্যান করবেন।"

পূরণ হল দাবি, তিনসুকিয়া অমৃতসর এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ পেল কিশনগঞ্জ

কিশনগঞ্জ, ৮ মার্চ (হি.স.): দীর্ঘদিনের দাবি ছিল কিশনগঞ্জে তিনসুকিয়া-অমৃতসর এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজের। অবশেষে পূর্ণ হল সেই দাবি। শুক্রবার সকাল আটটায় ট্রেনটি এসে দাঁড়াল কিশনগঞ্জ স্টেশনের দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি কিশনগঞ্জবাসী সহ শ্রমজীবী মানুষ।

কিশনগঞ্জ ও সংলগ্ন এলাকার প্রচুর মানুষ ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে যুক্ত। কিন্তু কিশনগঞ্জে দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপেজ না থাকায় তাদের সমস্যায় পড়তে হয়। ফলে তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল কিশনগঞ্জে তিনসুকিয়া-অমৃতসর এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজের। বিষয়টি নিয়ে রেলের কাছে বারবার দরবার করেছিলেন স্থানীয় কংগ্রেস ডাঃ জাবেদ আজাদ। সেই দাবি মেনেই এই ট্রেনটিকে কিশনগঞ্জ স্টেশনে দুই মিনিটের জন্য স্টপেজ দেওয়ার নির্দেশিকা জারি করে এনএফ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী আজ সকাল আটট নাগাদ ট্রেনটি এসে দাঁড়ায় কিশনগঞ্জ স্টেশনের দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে।

বিতর্ককে সঙ্গী করেই শুরু জল্পেশ মেলা, সুর চড়ালেন জয়ন্ত রায়

ময়নাগুড়ি, ৮ মার্চ (হি.স.): বিতর্ককে সঙ্গী করেই শুক্রবার শুরু হল জল্পেশ মেলা। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রিত মেলার আমন্ত্রণপত্র ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত। সরকারি অনুষ্ঠানকে দলীয় অনুষ্ঠানে পরিণত করার অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে জেলা পরিষদ।

বিতর্ককে সঙ্গী করেই শুরু জল্পেশ মেলা, সুর চড়ালেন জয়ন্ত রায়

ময়নাগুড়ি, ৮ মার্চ (হি.স.): বিতর্ককে সঙ্গী করেই শুক্রবার শুরু হল জল্পেশ মেলা। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রিত মেলার আমন্ত্রণপত্র ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত। সরকারি অনুষ্ঠানকে দলীয় অনুষ্ঠানে পরিণত করার অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে জেলা পরিষদ।

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম শৈবক্ষেত্র জল্পেশে প্রতি বছর মেলা হয়। উদ্যোক্তা জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ। প্রধান অতিথি হিসাবে থাকার কথা শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব ও শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী প্রমুখ। মেলা উপলক্ষ্যে জেলা পরিষদ থেকে যে আমন্ত্রণপত্র বিলি হয়েছে সেখানে জেলার বহু বিধায়কের নাম থাকলেও স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদের নাম নেই। তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় বলেন, 'ওখানে কোনওবারই আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় না। সরকারি অনুষ্ঠানকে দলীয় অনুষ্ঠানে পরিণত করে তৃণমূল।'

বিধান পরিষদে প্রার্থী ঘোষণা আরজেডি ও জোটসঙ্গীদের

পাটনা, ৮ মার্চ (হি. স.): বিহারের বিধান পরিষদ নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) ও তাদের জোট সঙ্গীরা নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করলো। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেত্রী রাবড়ি দেবীকে প্রার্থী করা হয়েছে। শুক্রবার এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন রাষ্ট্রীয় জনতা দলের বিহারের রাজ্য সভাপতি জগদানন্দ সিংহ।লালু-পত্নী রাবড়ি দেবী ছাড়াও আরজেডি আরও দুজনকে প্রার্থী করেছে। তাঁরা হলেন আব্দুল বারী সিদ্দিকী এবং উর্মিলা ঠাকুর। এছাড়াও জোট সঙ্গীদের মধ্যে থেকে প্রার্থী হয়েছেন শশী যাদব এবং সৈয়দ ফৈজল আলী প্রমুখ।

মানকানালী গ্রামে নবনির্মিত মুক্তমঞ্চের উদ্বোধন

বাঁকুড়া, ৮ মার্চ (হি. স.): শুক্রবার শিবরাত্রির দিন মানকানালী গ্রামে নবনির্মিত মুক্তমঞ্চের উদ্বোধন করলেন বাঁকুড়া সদর কেন্দ্রের বিধায়ক নিলাদ্রী দানা। আজ বিকালে বাঁকুড়া সদর থানার মানকানালী গ্রামে এই মুক্ত মঞ্চ গ্রামবাসীদের অর্পণ করেন তিনি। বিধায়ক তহবিলের টাকায় নির্মিত এই মুক্ত মঞ্চের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন সামাজিক কাজের জন্য এই মুক্ত মঞ্চের আবেদন জানান স্থানীয় অধিবাসীরা। তাদের দাবি পূরন করতে পেরে তিনি খুশি। তিনি আরও বলেন, বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি তাঁর কেন্দ্রের উন্নয়নের কাজ করে চলেছেন। গত কয়েকদিন আগেই তিনি হেলনা শুশুনিয়া গ্রামে পাঁচটি হাইমাস্ট আলোর উদ্বোধন করেন।

বড়জোড়া স্পিনিং মিলে ষষ্ঠ পে কমিশন চালু উল্লসিত শ্রমিকরা

বাঁকুড়া, ৮ মার্চ (হি স): তিন দশক পর সরাসরি ষষ্ঠ পে কমিশন কার্যকর হওয়ায় উল্লসিত বড়জোড়া কংসাবতী কো আপারেটিভ স্পিনিং মিলের কর্মীরা। এতদিন সরকারি সংস্থার স্থায়ী কর্মী হয়েও সরকারি কর্মীর মর্যাদা পাননি এই স্পিনিং মিলের কর্মীরা। গত বুধবার সেই সুখবরটি এসে পৌছানোর পর আজ শুক্রবার কারখানার তৃনমূল শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা বিধায়ক অলক মুখার্জীর নেতৃত্বে একটি বিজয় মিছিল করে শিল্পাঞ্চলের পথ চলতি মানুষ, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষকে মিষ্টিমুখ করান।

বাম জমানায় রাজ্যে বেশ কয়েকটি স্পিনিং মিল চালু হয়। তার মধ্যে বীরভূমের ময়ূরাক্ষী কটন মিল, বড়জোড়া কংসাবতী কো-অপারেটিভ স্পিনিং মিল এবং শ্রীরামপুর ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পিনিং মিলের কর্মীদের জন্য সরকারি কোনো বেতন কাঠামো ছিল না। রাজ্য সরকারের যুগ্ম সচিব এই ৩ সংস্থার কর্মীদের জন্য সরাসরি ষষ্ঠ পে-কমিশনের নির্দেশিকা প্রকাশ করেছেন। সেই নির্দেশিকা হাতে পেয়ে এদিন শ্রমিকরা উল্লসিত হয়ে বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়েছেন।

ডিমা হাসাওয়ের ২৮টি গ্রামের ক্ষতিপূরণ—বিল রবিবারের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশের দাবি, অন্যথায় সোমবার আন্দোলন

হাফলং (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর নির্মাণের কাজে ডিমা হাসাও জেলার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ক্ষতিপূরণের জটিলতা কিছুতেই কাটতে চাইছে না। ডিমা হাসাও জেলার নৃরিমবাংলো থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৮টি গ্রামের প্রায় ৯০০ পরিবার মহাসড়কের কাজের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই পরিবারগুলির অনেকের মহাসড়কের জন্য বাড়িঘর নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি কৃষি জমি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। বিগত দশ বছর থেকে ওই সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে আসছে জাতীয় সড়ক (নাহাই) কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ওই সব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দিচ্ছে না বলে অভিযোগ। এই ক্ষতিপূরণ ইস্যুর জটিলতা কাটাতে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ডেমেজ অ্যাসেসম্যান্ট কমিটি গঠন করা হয়েছিল ওই ২৮টি গ্রামের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি খতিয়ে দেখে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে রাজ্য সরকার ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেবে বলে আশ্বাসও প্রদান করেছিলেন। সে অনুযায়ী গত ১৭ ফেব্রুয়ারি হাফলং জেলা গ্রান্থাগার প্রেক্ষাগৃহে ডিমা হাসাওয়ে জেলাশাসক সীমান্তকুমার দাস, পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমার, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভম এবং ২৮টি গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, দুটি দল তৈরি করে একটি দল নৃরিমবাংলো থেকে মাহুর অংশ ও মাহুর থেকে হারাঙ্গাজাও অংশের ২৮টি গ্রাম পরিদর্শন করে এক সপ্তাহের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের রাজস্ব বিভাগের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করবে। পরিষদের রাজস্ব বিভাগ এ নিয়ে বিল তৈরি করে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাখিল করবে।কিন্তু আজ পর্যন্ত পরিষদের রাজস্ব বিভাগ এ সংক্রান্ত বিল দাখিল করেনি বলে অভিযোগ করেছেন ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভম। এদিকে বৃহস্পতিবার এ নিয়ে ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম ও ক্ষতিগ্রস্ত ২৮টি গ্রামের বাসিন্দারা হাফলং জেলা গ্রান্থাগার প্রেক্ষাগৃহে এক সভায় মিলিত হয়েছিলেন। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ সচিবালয় ঘেরাও করে অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে উত্তাল পরিষদ চত্বর।ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভম জানান, আগামী রবিবারের মধ্যে পরিষদের রাজস্ব বিভাগ ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিল যদি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাখিল না করে, তাহলে তাঁরা সোমবার থেকে পরিষদ ঘেরাও করে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধরনায় বসবে।

করিমগঞ্জে লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন আসামের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক

করিমগঞ্জ (অসম) ৮ মার্চ (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অনুরাগ গোয়েল শুক্রবার করিমগঞ্জ সফর করেছেন। শুক্রবার দুপুরে মুখ্য নির্বাচনীয় আধিকারিক করিমগঞ্জ এসে জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সভাকক্ষে জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব, ডিডিসি দীপক জিডুং, জেলা পরিষদের সিইও রুংথ লিয়ানথাং, পুলিশ সুপার পার্থ প্রতিম দাস, বিভিন্ন নির্বাচনী সেলের দায়িত্ব প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয়ুক্ত, সব চক্র আধিকারিক, সহকারি আয়ুক্তগণ, এআরও, ইআরও এবং নির্বাচনী আধিকারিকের সাথে বৈঠক করে নির্বাচনী প্রস্তুতির পুঙ্খানুপুঙ্খ খোজ নেন।

বৈঠকে তিনি লোকসভা নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে এবং জনগণ যাতে নির্ভয়ে ভোট দান করতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেন। এতে তিনি লোকসভা নির্বাচনে করিমগঞ্জ জেলায় সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে যেসব ভোট কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনী মোতায়েন করার প্রয়োজন রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি সদ্য ভোটাধিকার প্রাপ্ত যুবা ভোটারদের এবং ভোট দান প্রক্রিয়ায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে তিনি ভোটার সচেতনতা কার্যসূচির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এদিকে ওই দিন তিনি লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তাবিত স্ট্রং রুম, ভোট গণনা কক্ষ ইত্যাদির ব্যবস্থা ঘোরে দেখেন এবং এর সুরক্ষার বিষয় খতিয়ে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এরপর বৈঠক শেষে তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচনী প্রস্তুতি সম্পর্কে বয়ান তুলে ধরেন। এদিনে সফর শেষে তিনি শিলচর ফিরে যান।

বিভিন্ন কার্যসূচির মধ্য দিয়ে করিমগঞ্জে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

করিমগঞ্জ (অসম) ৮ মার্চ (হি.স.) : শুক্রবার বিভিন্ন কার্যসূচির মধ্য দিয়ে করিমগঞ্জে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়েছে। করিমগঞ্জের জেলা সমাজ কল্যাণ বিভাগের অধীনস্থ ডিস্ট্রিক্ট হাভ ফর এমপাওয়ারমেন্ট অফ ওম্যানের (ডিএইচইডব্লুউ) ব্যবস্থাপনায় এবং করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় শুক্রবার করিমগঞ্জের জেলা গ্রন্থাগার ভবনে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কার্যসূচি উদযাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে 'লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যতা দূর করা, মেয়েদের শিক্ষা' এই উদ্দেশ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত ওইদিনের কার্যসূচিতে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত জীবিকা সখী, আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা, আইসিডিএস সুপারভাইজার, ওয়ান স্টপ সেন্টার, ডিএইচইডব্লুউ কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। এদিনের অনুষ্ঠান ডিএইচইডব্লুউ এর ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম কোর্ডিনেটর ঈশিতা দাসের স্বাগত ভাষণ এবং উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সূচনা করা হয়। এতে মুখ্য অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব। তিনি সমাজে লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন।

অতিথির আসনে অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত মিনার্ভা দেবী আরামবাম, নারী ক্ষমতায়ন, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যতা এবং মহিলাদের কর্ম ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করে স্বাবলম্বী হতে উৎসাহ প্রদান করেন। এতে জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক সৈয়দ আহিদুল ইসলাম নারী সহিংসতা ও নারী শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জানান নারীদের শিক্ষিত করার মাধ্যমেই দেশের উন্নয়ন ও বিকাশ সম্ভব। অন্যান্য অতিথির আসনে জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব মনিকা বড়ো, নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতার বিষয়ে এবং তাদের আইনি অধিকার সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে শিশু কল্যাণ কমিটির প্রাক্তন সদস্য সত্যজিৎ দাস বাল্যবিবাহ এবং পসকো আইন নিয়ে আলোচনা করেন। এতে জুবিনাইল জাস্টিস বোর্ডের সদস্য ঝুমা দাস মেয়েদের ঋতুকালীন স্বচ্ছতা এবং সামাজিক কর্মকর্তা কৃষ্ণা মেনন নারী কল্যাণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্য স্তরের ক্রিকেট আম্পায়ার এবং খেলোয়াড় মনিদীপা কৈরি তার অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যে ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে তার ভালোবাসা এবং তার যাত্রা পথে আসা অনেক সমস্যার বিষয়গুলি নিয়ে মনের কথা প্রকাশ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে নারী কৃতিত্ব অর্জনকারী, প্রতিটি ব্লক থেকে এএসআরএলএম এর অধীনের একজন জীবিকা সখীকে 'জেন্ডার চ্যাম্পিয়ন' হিসেবে অভিনন্দন জানানো হয়। পাশাপাশি প্রতিটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনস্থ আশা কর্মীদের তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য এবং প্রতিটি আইসিডিএস প্রজেক্ট থেকে একজন অঙ্গনওয়াডিকর্মী ও একজন অঙ্গনওয়াডি সহায়িকাকে সম্মান জানানো হয়।এদিকে ডিএইচইডব্লুউ থেকে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' কার্যক্রমের অধীনে এবং উইংস ফর ইউথ এনজিওর সহযোগিতায় জেলায় ইতিমধ্যে ২০০ জন মেয়েকে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মেয়ে তাদের প্রশিক্ষকদের সাথে এদিনের অনুষ্ঠানে আত্মরক্ষার সচেতনতা বার্তা ছড়িয়ে দিতে আত্মরক্ষার কৌশল টাইকান্ড প্রদর্শন করে। এছাড়া আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে করিমগঞ্জের ডিএইচইডাব্লুউ থেকে একটি ব্যাজ প্রকাশ করা হয়েছে।

মহিলাদের দায়িত্বেই স্টেশন, নিরাপত্তা এবং ট্রেন চলাচলের যাবতীয় দায়িত্ব। শুক্রবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বিশেষ উদ্যোগ রেলের। নারীদের প্রতি আস্থা, ভরসা রাখায় এবং প্রাপ্য সম্মান দেওয়ায় খুশি রেলের মহিলা কর্মীরা। আগামী দিনে আরও মহিলাদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন তাঁরা।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে এমন অভিনব উদ্যোগের মধ্যে দিয়েই পালিত হল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। স্টেশন থেকে আপ এনজেপি-বামনহাট প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি মহিলা রেলকর্মী দ্বারাই পরিচালিত হয়। এদিন রেল চালানোর দায়িত্বে থাকা সমস্ত মহিলা রেলকর্মীদের হাতে ফুল তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম।

জানা যায়, এদিন আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন চত্বর নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন আরপিএফ-এর মহিলা হেড কনস্টেবল প্রমিলা প্রধানের নেতৃত্বে মহিলা কনস্টেবলের দল। স্টেশন সুপারেনটেনডেন্ট হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন রিংকু গুহ। স্টেশন মাস্টার পদে দায়িত্ব সামলান লোপামুদ্রা দে। স্টেশনে চিফ-টিকিট ইনস্পেকটর (সিটিআই) পদে ছিলেন পম্পি দত্ত। এদিন স্টেশনের রিজার্ভেশন কাউন্টারে কাজ করেন পম্পা রায় সাউথ। স্টেশনের দুই কেবিন, নর্থ এবং সাউথ কেবিনে ছিলেন জয়িতা চাকি ও পুষ্পলতা দাস। পাশাপাশি এদিন আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে বামনহাটগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিও পরিচালিত হয় মহিলা রেলকর্মী দ্বারাই। এই ট্রেনের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন তিন আরপিএফ মহিলা কনস্টেবল। ট্রেনের ট্রেন ম্যানেজার বা গার্ড হিসেবে কর্তব্যে ছিলেন লিপি কর। অসংখ্য যাত্রীদের গন্তব্যস্থলে সুরক্ষিত ভাবে পৌঁছে দিতে ট্রেনের লোকো পাইলটের দায়িত্ব পালন করেন ঐন্দ্রিলা রক্ষিত।

শোধ করতে পারেননি ঋণের টাকা, মুর্শিদাবাদে পাওনাদারের চাপে আত্মঘাতী যুবক

মুর্শিদাবাদ, ৮ মার্চ (হি.স.): সময়মতো শোধ করতে পারেননি ঋণের টাকা। এর জেরে পাওনাদারদের চাপে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। মৃত যুবকের নাম সাবিরুদ্দিন শেখ (৩৮)। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানার বাজিতপুর গ্রামে। পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক সাবিরুদ্দিন কলকাতা সহ বিভিন্ন রাজ্যে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। সম্প্রতি নিয়মিত কাজ না পেয়ে সে নিজের গ্রাম বাজিতপুরে ফিরে আসে। তবে নতুন একটি কাজের বরাত পাওয়ায় দিন কয়েকের মধ্যেই ফের তাঁর ভিনরাজ্যে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। মৃত যুবকের আত্মীয় নুর ইসলাম শেখ বলেন, 'সংসার চালানোর জন্য দুই সন্তানের বাবা সাবিরউদ্দিন একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে চড়া সুদে প্রচুর টাকা ধার করেছিলেন। কিন্তু সময়মতো ফেরত দিতে না পারায় পাওনাদাররা নিয়মিত তাঁর বাড়িতে এসে টাকার জন্য চাপ দিত। এই নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে সাবিরুদ্দিনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীয়ের ঝগড়াও হয়। এরপর বেলা ১১ টা নাগাদ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি। সারাদিন খোঁজ করে কোথাও তাঁর হদিশ মেলেনি।' এরপর রাতের দিকে স্থানীয় একটি আমবাগানে সাবিরুদ্দিনের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান গ্রামবাসীরা। খবর দেওয়া হয় সাগরদিঘি থানার পুলিশকে। দেহ উদ্ধার করে জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মানিকের

● প্রথম পাতার পর

সিপিআইএম বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি লাভের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে জিতেন্দ্র চৌধুরীকে বিরোধী দলের নেতার ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে তিনি উল্লেখ করেন।

অধিকন্তু, মানিক সরকার বিজেপি সরকার এবং তিপরা মথার মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তিকে তীব্রভাবে নিন্দা করেছেন। এটিকে বিভক্ত এবং ভিত্তিহীন বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বামফ্রন্টের প্রভাবকে খর্ব করার লক্ষ্যে উপজাতি ও উপ-উপজাতিদের মধ্যে বিভেদ বপন করার জন্য চুক্তিটি সাজানোর জন্য সরকারকে অভিযুক্ত করেছেন। এ বিষয়েও রাজ্যের জাতি উপজাতি উভয় অংশের জনগণকে সতর্ক থাকতে তিনি আহবান জানিয়েছেন। বিজেপিকে মোকাবেলা করতে এবং রাজ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে প্রগতিশীল শক্তির মধ্যে সংহতির আহ্বান জানান পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:-26/EE-BRG/PWD/2023-24, Dated, 06/3/2024

The Executive Engineer, Bishramganj Division, PWD(R&B), Bishramganj invites online percentage rate tender for the works namely:-

Sl No	DNIeT No	Estimated cost (in Rupees)	Earnest money (in Rupees)	Time for Completion	Class of bidders
1.	40/R/DNIeT/EE-BRG//PWD/2023-24	24,25,324.00	48,506.00	180 days	Appropriate class

Last date and time of document downloading and bidding -30/03/2024 up to 15:00 hrs.
Date and time of opening bid - 01/04/2024 at 12.30 hrs.
Bid fee Rs. 1000.00 Each (non-refundable)
All details are available in the website http://tripuratenders.gov.in. Submission of tenders physically is not permitted.

ICA/C/ 5084/24

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. D. Karmakar)
Executive Engineer,
Bishramganj Division, PWD(R&B).
Bishramganj, Sepahijala, Tripura.

AUCTION NOTICE

The Executive Engineer, PWD (R&B), Teliamura Division, Teliamura, Khowai District, Tripura invites on behalf of the "GOVERNOR OF TRIPURA" item rate auction from enlisted Contractors/ Firms/Agencies of Tripura PWD/TTAADC and other eligible individuals vide Press notice inviting auction No. 21/EE/TLM/2023-24, dated 06/03/2024 for the following work upto 3.00 PM on 21/03/2024. Other necessary information can be seen in the Division office in office hour.

SL NO	NAME OF THE WORK	SECURITY MONEY	RESERVE PRICE	TIME FOR COMPLETION
1	Demolishing of Kalyanpur CHC's old building and Office building at Kalyanpur, Khowai District, Tripura. / Composite structure (Partially load bearing) Floor height= 3.00 meter **Plinth area = 695.30 Sqm.** **(2nd call)**	Rs. 6,235.00	Rs. 3,11,730.00	90 (Ninety) Days

ICA/C-5081/24

(Er. G. Jamatia)
Executive Engineer,
Teliamura Division, PWD(R&B).

No. F.10(7)-SDM/ELEC/JMP/2022-23/1766-69 Dated, 06/03/2024

CORRIGENDUM

In reference to the notice inviting tender vide. F .10(7)- SDM/ELEC/JMP/2022-23/334-37 dated 5th March. 2024 point no 17 in Terms and conditions is to be read as 'Earnest money Rs. 10,000/- are to be deposited in Bank Draft pledged in favour of Sub-Divisional Magistrate, Jampuijala. Earnest money, in case of unsuccessful tenderer will be refunded and in case of successful tenderer the same will be retained as Security Deposit which will be forfeited in case of failure to supply the materials on order as required.'
The prescribed condition which was notified in the said notice will remain unchanged.

ICA/C/ 5075/24

Sub-Divisional Magistrate,
Jampuijala, Sepahijala Tripura

WALK-IN-INTERVIEW

A WALK-IN-INTERVIEW will be held for filling up of vacant post of Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers due to vacancy on purely temporary "No-Work-No-Honorarium" basis under the Office of the Child Development Project Officer, Kumarghat ICDS Project, Unakoti, Tripura. The interested candidates who fulfil the eligibility criteria may apply along with filled up bio-data in prescribed format (available in the office of the undersigned) and all necessary documents (self attested Xerox copy of age proof, proof of marriage, certificate of educational qualification, PRTC/Citizenship certificate, proof of Ordinary residence (ROR), two copies of recent passport size photographs etc.) to the office of the CDPO, Kumarghat ICDS Project: List of Vacant AWCS:-

Sl No	Name of AWC	Name of GP/VC	Name of Block	No of Post Anganwadi Worker.	No of Post Anganwadi Helper.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	LaldaharAWC	RAJNAGAR GP	Kuamarghat	1	0	
2	West Ratachara S/Para AWC	WEST RATACHARRA	Kuamarghat	1	0	
3	South Ganganagar AWC	SAIDACHARRA VC	Kuamarghat	1	0	
4	West Rajkandi AWC	Rajkandi VC	Kuamarghat	1	0	
5	Darchawi-2 Awc	Darchawi VC	Kuamarghat	1	0	
6	Ratiabari AWC	Ratiabari GP	Kuamarghat	1	0	
7	Naydrone AWC	Ratiabari GP	Kuamarghat	1	0	
8	Rajnagar AWC	Rajnagar GP		0	1	
9	Harijan ColonyAWC	Sukantanagar GP	Kuamarghat	0	1	
10	Sadhu Chandra Para AWC	Sukantanagar GP		0	1	
11	Teghari AWC	Krishnanagar GP	Kuamarghat	0	1	
12	Ek Mile Tanti Para AWC	Darchawi VC	Kuamarghat	0	1	
13	Shib Cherra AWC	Ratiabari GP	Kuamarghat	0	1	
14	Kapranga bari Das para AWC	Ambedkarnagar	Kuamarghat	0	1	
15	Laxmipur AWC	MAshauli GP	Kuamarghat	0	1	
16	Chota Emrapasa AWC	West Ratacharra	Kuamarghat	1	1	

Eligibility Criteria:-
1. Educational Qualification: for Anganwadi Worker minimum qualification shall be Madhyamik Passed and for Anganwadi Helper Minimum Qualification Shall be Class-VIII passed.
2. Age Limit: 18-45 years as on 04-03-2024 and upper age relaxation up to 5 years is applicable for SC/ST/Divyanjan (Differently able) Candidates.
3. The applicants must be the normal resident of the village/Habitation/Ward where the Anganwadi Centre is located.
4. Marital Status: Candidate must be Married or Widow (Same for both post).
5. Procedure for Selection: Walk-in-interview.
6. Honorarium: Rs 8000/-(Rupees Eight Thousand) only for Anganwadi Worker Per month and Rs. 5000/-(Rupees Five Thousand) only for Anganwadi Helper per month along with ADA as declared time to time by the govt. 7. Application will be received from 05/03/2024 to 13/03/2024 except holidays from 11.00 AM to 4.00 PM
8. Incomplete application of application without required document shall be immediately rejected.
9. Last date of submission of application is 13/03/2024 up to 4.00 P.M
10. Date of interview is 15/03/2024 and time 11:00 A.M, Venue Office of the CDPO, Kumarghat ICDS Project, Kumarghat, Unakoti District.
11. No TA/DA is admissible for appearing for the interview.
NB: In any unavoidable circumstances the interview process may be postponed /cancelled without showing any reason. The authority has the right to make any changes in the advertisement ir required. For further details please visit the Office of the CDPO, Kumarghat ICDS Project on all working days.

ICA/2/1924/24

Sd/-
Child Development Project Officer
Kumarghat ICDS Project
Unakoti, Tripura.

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনে স্টেডিয়ামে প্রীতি ক্রিকেট ও সংবর্ধনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। মহিলা ক্রিকেটারদের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। সাফল্য অর্জনকারী মহিলা ক্রীড়াবিদদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আজ, শুক্রবার এক দারুন উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছে। প্রথমত, এবারকার ক্রিকেট মরশুমে জাতীয় সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে গ্রুপ লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে নকআউট পর্যায়ে উন্নীত রাজ্য দলের ক্রিকেটারদের সংবর্ধিত করা হয়েছে।

এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে রাজ্যের বেশ ক-জন সাফল্য অর্জনকারী মহিলা ক্রীড়াবিদ যেমন ফুটবলার গুলটি চৌধুরী, অ্যাথলেট মিতালী দেবনাথ, কিক বক্সার নিষ্ঠা চক্রবর্তী, দাবাড়ু আর্শিয়া দাস কে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি মহিলা ক্রিকেটারদের নিয়ে টিসিএ-গ্রীন ও টিসিএ-ব্লু এই দুটি দলের মধ্যে একটি টি-১০ প্রদর্শনী প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

টিসিএ-গ্রিন টিম প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৭৬ রান সংগ্রহ করলে জবাবে টিসিএ-ব্লু টিম ৬৮ রানে ইনিংস শেষ করে।

শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টা থেকে এমবিবি স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান ঘিরে সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া মহলে সকলের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে।

ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রাম প্রসাদ পাল, বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত, সমাজসেবক সুবল ভৌমিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন টিসিএ-র সভাপতি তপন লোধ। সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান টিসিএ-র সচিব সুব্রত দে। টিসিএ-র বিভিন্ন কমিটির কর্মকর্তা এবং গভর্নিং বডির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

নাগাল্যান্ডে পূর্বোত্তর অলিম্পিক গেমসে অংশ নিতে ১০ ইভেন্টে রাজ্যদল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। দশ ইভেন্টে রাজ্য দল ঘোষণা করা হয়েছে। ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে নির্বাচিত খেলোয়ারদের পাশাপাশি কোচ, ম্যানেজার এবং সাপোর্ট স্টাফদেরও নাম ঘোষণা করা হয়েছে। নাগাল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য তৃতীয় নর্থইস্ট অলিম্পিক গেমসকে সামনে রেখে দশটি ইভেন্টে ত্রিপুরা দল অংশ নেবে বলে ক্রীড়া দপ্তর সূত্রে আগেই জানানো হয়েছে। এই উপলক্ষে নির্দিষ্ট এসোসিয়েশন সমূহ সিলেকশন ট্রায়ালের মাধ্যমে রাজ্য দল ঘোষণা করে স্পোর্টস কাউন্সিলকে জানালে পর্ষদ সচিব সুকান্ত ঘোষ এর স্বাক্ষর মূলে আজ দশটি ইভেন্টে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। যথাসময়ে রাজ্য দল নাগাল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হবে বলে সংবাদ সূত্রে জানানো হয়েছে।

রাজ্য দলের নির্বাচিত খেলোয়াররা হলো:

আর্চারি বা তীরন্দাজি: সম্রাট সাহা ও সুরজিৎ সাহা। কোচ সান্তনু সূত্রধর ও ম্যানেজার কেশব দেববর্মা।

অ্যাথলেটিক্স: পুরুষ বিভাগে অনিকেত শীল, রাহুল সাহা, রাহুল সরকার, সৌরভ হোসেন, সন্দীপ দেবনাথ, আকাশ বর্মন, কিষান দেববর্মা, বিকাশ দেববর্মা, প্রশান্ত রুদ্র পাল, নিরুপম সিংহ, জিসান ঘোষ, কুশ কুমার দত্ত, দীপ দাস, তনয় ভৌমিক, মোবারক হোসেন, মাহাবুল আলম, নিশান্ত মজুমদার, সাগর দেব। মহিলা বিভাগে দীপশিখা সূত্রধর, ফাতেমা বেগম, ঝরনা বালা দেবনাথ, অন্তরা ঘোষ, অরিজিতা সাহা, মমিতা দাস, মৌসুমী দেব, স্নিগ্ধা চৌধুরী, ইয়াসমিন আক্তার, অনুচিতা সরকার। কোচ অমিয় কুমার দাস ও সীমা দত্ত পাল। ম্যানেজার কামাল হোসেন।

ব্যাডমিন্টনে পুরুষ বিভাগে ঋতেশ কোঠারি, জুয়েল চাকমা, দীপজ্যোতি কুন্ডু, সৌরভ দেববর্মা, প্রতীক দাস, দীপক দাস। মহিলা বিভাগে রূপশ্রী নাথ, সরোজ খান, নম্রতা কর্মকার, আদ্রিজা দে, একতা রাঠি,

কোচ মনীষ ভক্ত ও প্রশান্ত দাস। ম্যানেজার গিরিধারী দেবনাথ।

বাস্কেটবল: অর্ঘ্য দ্বীপ দেব, অজয় দাস, অভিজিৎ সোনোয়াল, উইলসন ত্রিপুরা, কবিল মিয়া খাদিম, কপিল সাহা, অমল দাস সরদার, দ্বীজেন সরকার, প্রসেনজিৎ দেব, শুভ্রনীল সাহা, আকাশ রবিদাস, সুরজিৎ শব্দ কর। কোচ রাজু সাহা ও ম্যানেজার অভিজিৎ দাস।

ক্রিকেট: তন্ময় দাস, তন্ময় ঘোষ, ঋতুরাজ ঘোস রায়, শুভম সূত্রধর, আরমান হোসেন, বিজয় বিশ্বাস, নবারুণ চক্রবর্তী, সাহিল সুলতান, চন্দন রায়, সৌরভ সাহানি, দিপেন বিশ্বাস, কাজল সূত্রধর, জয়দীপ দেব, অর্কজিত দাস, কিষাণ মুরাসিং। কোচ রাসুদেব দত্ত, ট্রেইনার উত্তম দে, ফিজিও রাজন চৌধুরী, ম্যানেজার উৎপল আচার্য।

ফুটবল: অমিত জমাতিয়া, মাতম জমাতিয়া, সবাত জমাতিয়া, মনি ত্রিপুরা, কুমার সান্তনাম ঘোষ, বুলেমনি জমাতিয়া, শক্তি ত্রিপুরা, কাচং জমাতিয়া, বয়ের জমাতিয়া, রজনীকান্ত ত্রিপুরা, সঞ্জয় জমাতিয়া, রাজিব সিং, অমিত জমাতিয়া, জন জমাতিয়া, পহর জমাতিয়া, প্রণব সরকার। কোচ সুভেনজিৎ সিনহা, এসিস্ট্যান্ট কোচ আবু তাহের। ম্যানেজার সুজিত কুমার ঘোষ।

লন টেনিস: অবিনাশ সাহা, ক্রিস্টাল সরকার, অমিত রিয়াং, ভিকি দেববর্মা। কোচ চিন্ময় দেববর্মা ও ম্যানেজার প্রণব চৌধুরী।

পেনচাক সিলাট: করনদ্বীপ ওরাং, সানি দত্ত, হানতেলা বুলাইয়া ত্রিপুরা, লক্ষীরাম চাকমা, বিকাশ চাকমা, হানতেলা কাশলেয়া ত্রিপুরা। মহিলা বিভাগে নম্রা দেববর্মা, প্রিয়া দেবনাথ। কোচ উত্তম আচার্য, ছন্দা আচার্য ও ম্যানেজার নয়ন বণিক।

টেবিল টেনিস: দ্বীপ দে, সব্যসাচী পাল, জিসান চৌধুরী, সায়ন মজুমদার মহিলা বিভাগে শ্রেয়সী চক্রবর্তী, তাপসী রায়, শ্রীরাধা মজুমদার, ভূমিকা সূত্রধর, কোচ জয়ন্ত মজুমদার ও পপিনাথ শর্মা। ম্যানেজার আশীষ চৌধুরী।

ভলিবল: অমরজিৎ দেববর্মা, এলকানা মলসুম, ত্রিফাঙ্গ দেববর্মা, মনীষ দেববর্মা, সর্বজিত দেববর্মা, বিশাল দত্ত, অনুপম দাস, ঋষিকেশ সিং, মনোহর রিয়াং, বীরু দেববর্মা, বুধু দেববর্মা, বিক্রম দাস। কোচ বিকাশ দেববর্মা ও ম্যানেজার সঞ্জয় সাহা।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে তেলিয়ামুড়াতে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।।আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে গোটা রাজ্যের সঙ্গে তেলিয়ামুরাতেও এক সৌহার্দপূর্ন মহিলা ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় ভগৎসিং মিনি স্টেডিয়ামে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন খোয়াই জেলার জেলা শাসক চান্দনি চন্দ্রন।সঙ্গে ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রুপক সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায়, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক শীর্ষেন্দু দেববর্মা, চেষ্টা প্রকল্পের রাজ্য ব্র্যান্ড এম্বাসেডর বিপাশা রাংখল। খোয়াই এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক অফিসের ডি সি এম সহ অন্যান্যরা। এদিন খোয়াই মহকুমা এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহিলা দলের মধ্যে হয় এই ফুটবল ম্যাচ। খেলার শুরুতে চেষ্টা প্রকল্পের ব্রেন্ড এম্বাসেডর তথা ভারতের প্রথম মহিলা এয়ার কন্টোলার বিপাশা রাংখলকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এই খেলায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা মহিলা দল, খোয়াই মহকুমা মহিলা দলকে ২-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে বিজয়ী হয়। ম্যাচ শেষে উভয় দলের খেলোয়াড়দের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা। খোয়াই জেলার জেলা শাসক আই এ এস চান্দনি চন্দ্রন বলেন, চেষ্টা হল বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে গঠিত হওয়া একটি মিশন বা প্রকল্প। অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার পাশাপাশি তাদের প্রতিভাকে দাবিয়ে রাখা হয়। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মানুষকে সচেতন করতে হবে। এবং মেয়েদের অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে।আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এই খেলার মধ্যদিয়ে এরই প্রচার করার জন্য এই রকম প্রয়াস।তিনি সমাজের সকল অংশের জনগনকে এগিয়ে এসে সহযোগিতা করার আহ্বান রাখেন।এদিনের এই অনুষ্ঠানে জেলা শাসকছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রুপক সরকার।

প্রস্তুতিপর্ব চূড়ান্ত : আজ থেকেই টিআইটি সহ ৩ মাঠে টিসিএ-র সুপার ডিভিশন ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। প্রস্তুতি পর্ব চূড়ান্ত। যেমন আয়োজক টিসিএ-র পক্ষ থেকে, তেমনি অংশগ্রহণকারী সবকটি দলও প্রস্তুত। ক্রীড়াসূচিও চার দিন আগেই ঘোষণা করা হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ২০২৩-২৪ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে। ৬ দলীয় টুর্নামেন্ট। প্রথম দিন থেকেই তিন মাঠে তিনটি করে ম্যাচ আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেট দিয়েই টিআইটি গ্রাউন্ডেও ফের খেলার সূচনা হচ্ছে। আগামীকাল প্রথম দিনে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস খেলবে সংহতির বিরুদ্ধে। এমবিবি স্টেডিয়ামে শতদল সংঘ খেলবে জেসিসি-র বিরুদ্ধে। টিআইটি গ্রাউন্ডে ব্লাড মাউথ খেলবে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক টিআইটি স্টেডিয়ামের সার্বিক নির্মাণ কার্য সম্পন্ন না হলেও মাঠ খেলার তৈরি করে তোলা হয়েছে। টিসিএ সচিব ৫ মার্চ লীগের সূচি ঘোষণা করেছেন। ২৯ মার্চ পর্যন্ত লীগ পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। সকাল পৌনে নয়টা থেকে ম্যাচ শুরু হবে এবং বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত ম্যাচ চালানোর কথা উল্লেখ রয়েছে। ১০ মার্চ, দ্বিতীয় দিন এমবিবি স্টেডিয়ামে ব্লাডমাউথ খেলবে সংহতির বিরুদ্ধে। টি আই টি গ্রাউন্ডে জেসিসি খেলবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর বিরুদ্ধে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে শতদল সংঘ খেলবে স্ফুলিঙ্গের বিরুদ্ধে। জুনিয়র, সিনিয়র ক্রিকেটারদের নিয়ে সমৃদ্ধ ছয়টি দল আগামীকাল, প্রথম দিন থেকেই নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ কাপ ক্যারাটে প্রতিযোগিতা কাল আরসিসি-তে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। 'ইন্ডিয়া বাংলাদেশ স্পোর্টস ফ্রেন্ডশিপ ফোরাম' এর উদ্যোগে ১০ মার্চ, রবিবার আগরতলার এন এস আর সি সি-র বক্সিং হলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'ত্রিপুরা -কুমিল্লা ফ্রেন্ডশিপ কাপ ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের কুমিল্লা থেকে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিযোগী তথা প্রতিনিধি দল রবিবার সকালে সোনামুড়ার শ্রীমন্তপুর সীমান্ত এলাকা দিয়ে ত্রিপুরায় আসছে। ত্রিপুরায় প্রবেশের পর প্রতিনিধি দল আসন্ন অনুষ্ঠিতব্য ত্রিপুরা বাংলাদেশ ফুটবল প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সোনামুড়ায় একটি বিশেষ সভায় যোগদান করবে। সভা শেষে ক্যারাটে প্রতিযোগী সহ প্রতিনিধিদল আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। বিকেল চারটায় এনএসআরসিসি বক্সিং হলে অনুষ্ঠিত হবে 'ত্রিপুরা -কুমিল্লা ফ্রেন্ডশিপ কাপ ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। বন্ধুত্বপূর্ণ এই প্রতিযোগিতার মুখ্য আয়োজক 'ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ স্পোর্টস ফ্রেন্ডশিপ ফোরাম'। সহযোগিতায় ক্রীড়া সংগঠন 'ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে ত্রিপুরা অ্যাসোসিয়েশন'। সকল পর্যায়ের ক্রীড়ামোদি ও ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের উক্ত প্রতিযোগিতা উপভোগ করার জন্য উন্মুক্ত আমন্ত্রণ জানিয়েছে সম্পাদক সুজিত রায়।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স- এর কেমন প্রভাব পড়ছে ছাত্রজীবনে? জানালেন ড: শুভদীপ চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ মার্চ।। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে ঊনকোটি-উত্তর জেলায় দ্বিধাগ্রস্ততা। বৈদিক যুগে গুরুকুলে ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণ করার রীতি ছিল। নিবিড় সেই সম্পর্ক কিছুটা হলেও ধাক্কা খায় আধুনিক বিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের শিক্ষাকে খাঁচা মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে হাজিরা দিয়েই গৃহ শিক্ষকের বাড়িতে দৌড়াচ্ছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার শুদ্ধিকরণ নিয়ে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে অনেক আলোচনা হয়েছে।

ফলাফল এসেছে 'ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ২০২০'। সাথে যুক্ত হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (এ১) ক্লাস। এই ধরনের ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা বড় স্ক্রিনের সামনে দাঁড়িয়ে যে কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলে, এআই সাথে সাথেই উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। ইংরেজি গ্রামার থেকে কঠিন অংক কষে দিচ্ছে নিমেষেই।

ঐ ক্লাসে শুধুমাত্র নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক থাকলেই যথেষ্ট। ত্রিপুরা লাগোয়া আসামের শিলচরের নরসিং স্কুলে এই ধরনের একটি ক্লাসের সূচনা হয়েছে। এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, চুপিসারে ঢুকে পড়ছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে, ব্যবসায়, প্রশাসনে ইত্যাদিতে।

সাধারণভাবে মোবাইলে কোনো সাইটে ভোরবেলা ভজন কীর্তন শুনলে, পরদিন থেকেই সেই সময়েই ভজন কীর্তন এর বিষয়গুলি সামনে চলে আসছে। এটা সম্ভব হচ্ছে এআই এর জন্যই। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এই এআই এর জন্যই ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে শিক্ষকের সম্পর্ক, ডাক্তার কর্তৃক রোগীর ক্লিনিক্যাল অবজারভেশন, সামাজিক আবহ কি বিঘ্নিত হবে না ?

এর উত্তরে বিদেশে গবেষণারত ড: শুভদীপ চক্রবর্তী জানান যে, আগামী দিনে এ১ আমাদের শাসন করবে। ইতিমধ্যেই এ১ দ্বারা রোগীদের অপারেশন শুরু হয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রবল সম্ভবনা তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি তিনি এও বলেন যে, এই এ১ আমাদের মস্তিষ্কের ব্যবহার কমিয়ে দিতে পারে। ল্যামার্কের 'ব্যবহার ও অব্যবহার' এর তত্ত্ব অনুসারে, যে কোনো জিনিস বেশিদিন ব্যবহার না হলে সেই জিনিস ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে যায়। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, আগে আমরা অনেকগুলি ল্যান্ডফোন নম্বর মনে রাখতে পারতাম। এখন নিজের মোবাইল নম্বরই কষ্ট করে মনে রাখতে হয়। জানা গেছে, ইতিমধ্যেই এ১ নিয়ন্ত্রিত ড্রোন ব্যবস্থা নিয়ে হায়দ্রাবাদে খাবার ডেলিভারি দেওয়া শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় একটি বিতরণ সংস্থার প্রায় ১৫০ জন ডেলিভারি বয়-এর চাকুরি চলে গেছে। দুই দিন আগে কেরলের একটি স্কুলের ক্লাসে ভারতবর্ষের প্রথম এ১ নিয়ন্ত্রিত রোবট ব্যবহার করা হয়েছে। ঐ রাজ্যের একটি শিক্ষক সংগঠন এই ঘটনার মধ্যে অশনি সংকেত দেখছেন। আবার অন্যদিকে, কিছুদিন পূর্বে নেদারল্যান্ডের মেস্ট্রিক ইউনিভার্সিটির এ১গবেষক ও রেডিওলজিস্ট ডঃ লিওনার্দো উই শিলচরে এসে কাছাড় ক্যান্সার হাসপাতাল পরিদর্শন করে মার্গ-দর্শনকারী বক্তব্য রেখেছেন।

দেখা যাচ্ছে, ঊনকোটির অনেক স্কুলে ছাত্ররা ক্লাসে অংক করতে না পারলেও বাড়ি থেকে অংক করে নিয়ে আসছে। এর কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়, এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ওপেন এ১ এর সাহায্যে কঠিন অংক বাড়ি থেকে করে নিয়ে আসছে। সুতরাং, এই এ১ একদিকে যেমন প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে আসছে, অন্যদিকে তেমনি প্রাক গ্রীষ্মকালীন দখিনা বাতাসের মতো মানবজাতির কাছে আশীর্বাদ হয়ে আসছে।

কালাছড়া আর ডি ব্লকের উন্নয়নমূলক কাজের নামে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ মার্চ।। বিভিন্ন ব্লক এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে দুর্নীতির মারাত্মক অভিযোগ করতে শুরু করেছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের একের পর এক উন্নয়নমূলক কাজকর্মের যে মহড়া চলছে তাতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে কালাছড়া আর ডি ব্লকের উন্নয়নমূলক কাজের বহর। উন্নয়নমূলক কাজের নামে এই ব্লকের অধীন কোটি কোটি টাকার কাজে একের পর এক ঘোটালা বের হয়ে আসছে বলে অভিযোগ। এমনকি ব্লকের শৌচাগার নির্মাণ হচ্ছে ব্লকের নিজস্ব এলাকায়। এই শৌচাগার নির্মাণের ক্ষেত্রে পর্যন্ত দুর্নীতির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা।

যেকোনো সিমেন্ট কংক্রিট বালি মিশিয়ে ঢালাই এর ক্ষেত্রে মসলা যে বানানো হয় তা সব সময় একটা প্লেট বানিয়ে তার ওপর বাড়ানোর নিয়মকানুন রয়েছে। এখানে প্লেট দূর অস্ত সরাসরি মাটির উপরে কিছুটা সিমেন্ট কিছুটা বালি কিছুটা কংক্রিট আর বাকি সব মাটি মিশিয়ে মশলা বানিয়ে ঢালাই এর কাজ চলছে।

ব্লকের ইঞ্জিনিয়ারদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এই মাটি মেশানো সিমেন্ট বালুর মসলা তাও আবার সঠিক অনুপাতে নেই তা দিয়েই শৌচাগারের মসলার কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে সিমেন্টের মসলা দিয়ে বানানো ঢালাই পায়ের লাথিতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। অথচ ব্লকের ইঞ্জিনিয়ারদের এবং ব্লক আধিকারিকের চোখের সামনে তাদের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে। দুর্নীতির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স আনার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যতই চেষ্টা করুক না কেন কিছু সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার ঠিকাদার এবং আধিকারিকদের অবহেলার কারণে কোটি কোটি টাকার আদ্য শ্রাদ্ধ উন্নয়নের নামে এইভাবেই নষ্ট হয়ে যাবে। উল্লেখ্য এই ব্লকের দুর্নীতি কাহিনী পূর্বে বহুবার পত্রপত্রিকায় ছাপানো হলেও আগেও যেমন দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এখনো একইভাবে দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে।

ধর্মনগর শহর থেকে কিছুটা দূরে হওয়ায় জনা কয়েক রাজনৈতিক নেতাকে মুষ্টিগত করে উন্নয়নের টাকার আদ্য শ্রাদ্ধ এইভাবে যুগ যুগান্তর ধরে চলে আসছে এবং চলবে বলে দুর্নীতি পরায়ণ লোকেদের একান্ত বিশ্বাস।

নিজ বিধানসভা এলাকায় শুভেচ্ছায় ভাসলেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৮ মার্চ।। মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পর নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে সংবর্ধনায় রীতিমতো আপ্লুত অনিমেষ দেববর্মা। খোয়াই আশারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তিপরা মথা দলের বিধায়ক অনিমেষ দেববর্মা সদ্য রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন। মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার পর শুক্রবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রটি পরিদর্শনে আসেন। তুলাশিখর কমিউনিটি হলে দলীয় কর্মী ও নেতৃত্বদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে উনাকে দলের আশারামবাড়ী ব্লক কমিটির উদ্যোগে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা, এমডিসি অনন্ত দেববর্মা, আশারামবাড়ি ব্লক কমিটির সভাপতি খকেশ দেববর্মা সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্বরা। এদিন তুলাশিখরে মন্ত্রী আসার পর তিপরা মথা দলের কর্মী সমর্থকরা স্বাগত জানান। মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা জানিয়েছেন, এই আশারামবাড়ী কেন্দ্রটি থেকে ইতিপূর্বে দশরথ দেব, বিদ্যা দেববর্মা, অঘোর দেববর্মাদের মত নেতৃত্বরা মন্ত্রী থাকার পরও এই বিধানসভা এলাকাটির কোন উন্নয়নই হয়নি। তিনি আশা প্রকাশ করেন উনাকে রাজ্য মন্ত্রিসভায় যে দপ্তরই দেওয়া হোক না কেন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তিনি উনার কর্তব্য পালন করবেন।

সেইসঙ্গে তিনি জানান যেহেতু আশারামবাড়ি বিধানসভা এলাকাটির বাস্তব উন্নয়ন এখনো হয়নি তিনি চাইবেন এই বিধানসভা এলাকার প্রত্যেকটি জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন হোক।সেই দিশাতেই তিনি কাজ করবেন। রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণের পর তিনি প্রথমে তুলাশিখর পরে চাম্পাহাওর, বেহালা বাড়ি এবং আশারামবাড়িতে দলীয় কর্মী ও নেতৃত্বদের সঙ্গে দেখা করেন এবং উনাকে সেখানেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

দুর্ঘটনাগ্রস্থ শ্রমিকের পাশে খাদ্য গুদাম শ্রমিক এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের নন্দননগর (সরকার পাড়া) এলাকায় বুথ নাম্বার ৪৭, শ্রী কৃষ্ণ সরকার বাসভবনে যান ত্রিপুরা সরকারি খাদ্য গুদাম শ্রমিক এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ। শ্রী কৃষ্ণ সরকারের একমাত্র ছেলে পঙ্কজ সরকার গত কিছুদিন পূর্বে দৈনিক হাজিরা রাজ যোগালি কাজে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। ঐ দুর্ঘটনায় পঙ্কজ সরকারের কোমর ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন তিনি। শ্রী কৃষ্ণ সরকার নিজেও একজন প্যারালাইসিসের রোগী। পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন উনার ছেলে। এমতাবস্থায় পাড়া-প্রতিবেশীদের সাহায্য সহায়তায় অতি কষ্টে দিন যাপন করছে এই পরিবারটি। এই দুঃখজনক খবরটি পাওয়ার পর অল ত্রিপুরা সরকারি খাদ্য গুদাম শ্রমিক এসোসিয়েশন (মজদুর মনিটরিং সেলের অনুমোদিত) পক্ষে বিপ্লব কর চেয়ারম্যান, প্রবীর বৈশ্য সভাপতি ও অন্যান্য শ্রমিক গন মিলে উনার বাসভবনে যায় এবং বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তাদের হাতে তুলে দেন। তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন নেতৃত্বরা।

ড্রাম ভর্তি ২৫৪ কেজি গাঁজা সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৮ মার্চ।। ফের একবার সাফল্য সোনামুড়া থানার. !এবার গোপন খবরের ভিত্তিতে থানা এলাকার মতিনগর থেকে উদ্ধার ড্রাম ভর্তি ২৫৪ কেজি শুকনো গাজা সহ এক গাঁজা ব্যবসায়ী. গোপন খবরের ভিত্তিতে আজ বিকেলে সোনামুড়া থানার ২দ্রত্মস্পেক্টর শুভঙ্কর দেববর্মা সহ পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী. মতিনগর এলাকার জয়ন্ত নাহার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য অর্জন করেন. তার সবার ঘরেই লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এই ড্রাম ভর্তি এই শুকনো গাজা গুলি. !

এক সাক্ষাৎকার সোনামুড়া থানার২দ্রত্ম ইন্সপেক্টর শুভঙ্কর দেববর্মা জানান তার বিরুদ্ধে এমবিবিএস একটি মামলা নেয়া হবে এবং আগামীকাল তাকে কোর্টে সোপর্দ করা হবে।

প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে বাইক নিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ মার্চ।। মনুভ্যালি এলাকার এক যুবকের বাইক বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল কৈলাসহর ছাগলডেমা এলাকার এক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে। জানা যায় যে মনুভ্যালি এলাকার বাসিন্দা মঙ্গল উরাং পেশায় একজন দিনমজুর। সে বিগত কিছুদিন পূর্বে ফাইন্যান্সের মাধ্যমে সেই বাইকটি ক্রয় করেছিল। অভিযোগ গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৮ তারিখ সে তার টিআর০৫- ই - ৯৬৫৫ নম্বরের বাইক নিয়ে কাজের উদ্দেশ্যে ছাগলডেমা এলাকায় যায়। আর সেখানে যাবার পর তার সাথে রাস্তার মধ্যে দেখা হয় ছাগলডেমা এলাকার বাসিন্দা মুলেন্দ্র দেববর্মার।

মুলেন্দ্র দেববর্মা মঙ্গল উরাংকে তার বাইকটি একটু দেবার জন্য বলে। কেননা মুলেন্দ্র দেববর্মার ছেলের একটি প্রয়োজনীয় কাগজ স্কুলে নিয়ে এখন দিতে হবে। মঙ্গল উরাং একথা শুনে সাথে সাথে তার বাইকটি মুলেন্দ্র দেববর্মাকে দিয়ে দেয়। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেলেও মুলেন্দ্র দেববর্মা আর বাইকটি নিয়ে ফিরে আসেনি। তারপর মঙ্গল উরাং মুলেন্দ্র দেববর্মার বাড়িতে যায়। যাবার পর মুলেন্দ্র দেববর্মার স্ত্রী বলে যে মুলেন্দ্র দেববর্মা বাড়িতে আসে নি। এভাবে দু-তিন দিন যাওয়ার পর পরবর্তী সময় মঙ্গল উরাং পুনরায় মুলেন্দ্র দেববর্মার বাড়িতে গেলে তার স্ত্রী বলে যে পরশুদিন আসবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আর সেই বাইকটি নিয়ে ফিরে আসেনি মুলেন্দ্র দেববর্মা। মঙ্গল উরাং লুকোমুখে শুনতে পায় যে মুলেন্দ্র দেববর্মা তার বাইকটি বিক্রি করে দিয়েছে। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়ে শুক্রবার দুপুরবেলা কৈলাসহর থানায় মুলেন্দ্র দেববর্মার বিরুদ্ধে মঙ্গল উরাং একটি লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ অভিযোগ মূলে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উপজাতি যুব ফেডারেশন কমলপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে কনভেনশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৮ মার্চ।। উপজাতি যুব ফেডারেশন কমলপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সকালে সালেমা অঞ্চলের মেন্দি ভিলেজের বিন্দা কুমার দেববর্মার বাড়িতে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিমন্ডলীতে ছিলেন উপজাতি যুব ফেডারেশনের কমলপুর মহকুমা কমিটির সভাপতি রতন হালাম ও ধনচন্দ্র দেববর্মা। বক্তব্য রাখেন উপজাতি যুব ফেডারেশনের কমলপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক স্নেহকুমার দেববর্মা,কন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজকুমার দেববর্মা ও প্রনজিৎ দেববর্মা ,উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের কমলপুর মহকুমা কমিটির সভাপতি বদরবোম হালাম এবং কমলপুর মহকুমার গণআন্দোলনের নেতা ও প্রাক্তন বিধায়ক অঞ্জন দাস ও রমনী মোহন দাস।

বক্তারা বলেন ১৯৬৭ সালে রাজবাড়িতে সভা করে উপজাতি জাত্যাভিমানকে উস্কে দিয়ে উপজাতি যুব সমিতি গঠন করে ত্রিপুরার লাল ঝান্ডার আন্দোলনকে দুর্বল করার লক্ষ্যে স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগান তোলা হয়েছিল এবং প্রচার করা হয়েছিল আমরা লাল ও না সাদা ও না।

তখন এই সাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনায় ছিলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের মা বিভূ কুমারী দেবী।তখন রাজ্যের মুকুটহীন রাজা দশরথ দেববর্মা বলেছিলেন উপজাতি যুব সমিতি হচ্ছে কংগ্রেস দলের শিকারী মোরগ। সাম্প্রদায়িক আবেগের স্লোগান তুলে সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টির লোকজনদের যুব সমিতির পক্ষে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। জননেতা দশরথ দেববর্মার এই কথা জলের মত পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল ১৯৮৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও যুব সমিতির আঁতাতের মধ্য দিয়ে। এদিন এমন ভাবেই রাজনীতির ইতিহাস তুলে ধরেছেন নেতৃত্বরা।

তারা আরো বলেন, ১৯৭৯ সালে যুব সমিতির সহসাধারণ সম্পাদক বিজয় রাঙ্খলকে সর্বাধিনায়ক করে টি এন ভি গঠন করে শুরু করা হয় ভয়ঙ্কর ভাতৃঘাতী দাঙ্গা। এই যুব সমিতি ভেঙ্গে হয় আইপিএফটি। এই আইপিএফটির নেতৃত্বরাই তিপ্রাল্যান্ড থেকে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের শ্লোগান দিয়ে সহজ-সরল উপজাতি অংশের জনগণকে বিভ্রান্ত করতে সেই বিভূকুমারী দেবীর ছেলের নেতৃত্বে তিপ্রা মথা দল গঠন করে স্বৈরাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত ও প্রতারক বিজেপি দলকে এতদিন গোপনে গোপনে সাহায্য করে আসছিল।

তাদের অভিনয়ের রহস্য প্রকাশ্যে আসলে গত ৭ই মার্চ বিজেপি আই পি এফ টি জোট সরকারে সামিল হয়ে উপজাতি জনগণের আবেগকে ধোঁকা দিয়ে সর্বনাশ করে এই দালাল সংগঠনটি। এমনভাবেই তীব্র ভাষায় তিপ্রা মথাকে আক্রমণ করেছেন বাম নেতৃত্বরা। তাই এই ক্ষতিগ্রস্ত ত্রিপুরাকে রক্ষা করতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে ১৪ ই মার্চ বাম যুব সমাবেশকে সফল করে তুলার আহ্বান জানান তারা।

উত্তর জেলায় শুরু রোডমার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ মার্চ।। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে মানুষকে নির্বিঘ্নে ভোট প্রদান এবং সাহস যোগাতে বিভিন্ন মহকুমায় চলছে রোডমার্চ। শুক্রবার উত্তর জেলা সদর ধর্মনগরে সিআরপিএফ কে নিয়ে শুরু হল রোডমার্চ। উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানান উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর এবং দামছড়াতে ইতিমধ্যে রোডমার্চ শেষ হয়ে গেছে। আজ শুক্রবার ধর্মনগর এই রোডমার্চ সংগঠিত হচ্ছে। আগামীকাল পানিসাগরের রোডমার্চ হবে।

ইতিমধ্যে উত্তর জেলাতে ৭ কোম্পানি সিআরপিএফ এসে পৌঁছে গেছে। লোকসভা নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ এবং নির্ভীগ্নে করানোর জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশনার এর নির্দেশে মানুষকে স্বচ্ছ এবং সঠিক ভোটদানে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিভিন্ন জায়গায় সিআরপিএফ জোয়ানরা গাড়ি চেকিং করছে, নাকা চেকিং পয়েন্টগুলিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যেসব রাজ্য আমাদের সীমান্তবর্তী প্রতিটি রাজ্যের সাথে যারা প্রবেশ করছে বা বেড়ে যাচ্ছে তাদেরকে চেকিং এর মাধ্যমে প্রবেশ করানো বা নির্গমনের কাজ করে চলেছে। খুব ভালোভাবে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে এরা ইতিমধ্যেই কাজে অবতীর্ণ হয়েছে। স্বচ্ছ নির্ভয়ে এবং নির্ভীক নিয়ে মানুষ যাতে ভোট প্রদান করতে পারে এবং ভোট চরাকালীন অবস্থায় কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি না হয় তা থেকে মানুষকে আশ্বস্ত করতে সিআরপিএফ জোয়ানরা রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের সাথে মিলিতভাবে কাজ করে চলেছে।

আভা কার্ডের উপর বিশেষ বৈঠক কাঞ্চনপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৮ মার্চ।। কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালের কনফারেন্স হলে আশা ফেসিলেটর ও আশা কর্মীদেরকে নিয়ে আভা কার্ডের উপর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালের কনফারেন্স হলে স্থানীয় ১০১জন আশাকর্মী ও আশা পেসিলেটরদেরকে নিয়ে আভা কার্ডের উপর ভিত্তি করে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করা হয়।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালের বেশ কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী, ধর্মনগর থেকে আগত এনজিও অখন্ড বিকাশ পরিষদের পরিচালক তথা বাবা গোরক্ষ নাথ গোশালার সংস্থাপক কান্তি গোপাল দেবনাথ, সাংবাদিক টিংকু নাথ, অখন্ড বিকাশ পরিষদ এনজিওর পক্ষে মিহির নাথ, রতন নাথ, সাগর নাথ,প্রিয়ঙ্কর নাথ,সহ আরো অনেকেই।

উল্লেখ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অখন্ড বিকাশ পরিষদের পরিচালক কান্তি গোপাল দেবনাথ আভা কার্ড কেন করতে হবে, কে কে এই কার্ড করতে পারবে এই কার্ডের প্রয়োজনীয়তা কি এই বিষয়গুলির উপর আলোচনা করেন তিনি।

তিনি জানিয়েছেন যেভাবে একটি মানুষের প্যান কার্ড ও আধার কার্ডের, যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ঠিক তেমনি আগামী দিনে আভা কার্ডের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব থাকবে অপরিসীম।। এই কার্ডের মধ্যে একটি মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সম্পূর্ণ তথ্য থাকবে বলে ও জানিয়েছেন তিনি।। এই কার্ডগুলি আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নিজ নিজ আশা কর্মীদের মাধ্যমে প্রত্যেকেই করে নিতে পারবেন।

জেলা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্যালয় উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ মার্চ।। আজ বিকেল পাঁচটায় দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়ায় উদ্বোধন হয়ে গেল জেলা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ জেলা কার্যালয়, উদ্বোধন করলেন দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায় ,মন্ত্রী মহোদয় ছাড়াও জেলা কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের অধিকর্তা ধনবাবু রিয়াং, অতিরিক্ত জেলা শাসক সুব্রত রিয়াং, পুর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ যিনি অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন,এছাড়াও ছিলেন পুর পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী , মন্ত্রী মহোদয় প্রথমে নতুন অফিস ঘরের ফলক উন্মোচন ও মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলন করে অফিস বাড়ির শুভ উদ্বোধন করেন এবং তারপরেই চলে আসেন অনুষ্ঠান মঞ্চে সেখানে প্রথমে অতিথিদের ফুল ও উত্তরিয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়, অতিথি বরণ শেষে হয় উদ্বোধনী সংগীত, সংগীত শেষে দপ্তরের অধিকর্তা ধনবাবু খুব সংক্ষেপে জেলা অফিসের উদ্বোধন প্রসঙ্গে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে জেলা কার্যালয়ের গঠন ও তার কাজ নিয়ে কথা বলেন, স্বাগত ভাষণের পর উদ্বোধক তথা মন্ত্রী টিঙ্কু রায় প্রথমে অনুষ্ঠানে উপস্থিত মা বোনদের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারীদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, বলেন আজ চতুর্দিকে নারী শক্তির জয়, নারীরা সর্ব ক্ষেত্রে এগিয়ে, শিক্ষা, খেলা ধুলা অফিস আদালত সর্বত্র, তাই শুরুতে নারীদের প্রণাম জানাচ্ছি,এরপর চলে আসেন উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন গত ছয় বছরে রাজ্য অনেক কিছু হয়েছে রাস্তা ঘাট থেকে শুরু করে রেল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সবদিকে এগিয়েছে, আজ দক্ষিণ জেলার মুকুটে আর একটি পালক যুক্ত হলো দক্ষিণ জেলা বাসীদের দীর্ঘ দিনের দাবি ছিলো নতুন করে জেলায় এমপ্লয়মেন্ট অফিস গড়ে তোলার আজ সেটি কার্যকর হয়েছে এখন থেকে আর কাওকে এক্সচেঞ্জ সম্পর্কিত কোনো কাজের জন্য উদয়পুর যেতে হবেনা ,বিলোনিয়া অফিসে করতে পারবেন এইজন্য ছয়জন কর্মী এখানে দেওয়া হয়েছে আজ থেকেই এই অফিসের কাজ শুরু হলো তিনি আরো বলেন কিছু দিনের মধ্যে আপনারা পাবেন জেলার নতুন শ্রম কার্যালয়, যা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

আগামীকাল সাবরুমে নতুন আই সি পির উদ্বোধন হবে তাই আই সি পি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মন্ত্রী মহোদয় বলেন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কিছু বাঁধা আসার কারণে বিলোনিয়া আই সি পির কাজ আপাতত বন্ধ আছে, তবে বিলোনিয়া আই সি পি নিয়ে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় প্রধানমন্ত্রী মোদীজির সাথে কথা বলেছেন এবং খুব শীঘ্রই সেই সমস্যার সমাধান হবে এবং অচিরেই কাজ শুরু করা যাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন,তিনি বলেন শুধু কিছু সময়ের প্রয়োজন আশা করি রাজ্যবাসির প্রয়োজনিয় সমস্যার সমাধান করা যাবে, শুধু একটু ধৈর্যের প্রয়োজন।

বসতঘরে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিবাজার, ৮ মার্চ।। শুক্রবার শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত সুভাষকলোনী নগদ এলাকায় অমর দাস নামে এক ব্যক্তির বাসভবনে অগ্নিকান্ড ঘটে। অগ্নিকান্ডের খবরপেয়ে সময়মতো ঘটনাস্থলে উপস্থিতহয় শান্তির বাজার দমকলবাহিনীর কর্মীরা। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিতহয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনে এনে ঘর রক্ষাকরলেও ঘরের আসবাবপত্র রক্ষা করাসম্ভবহয়নি। এই অগ্নিকান্ডে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানাযায়। জলন্ত চুলার আগুন থেকে এই অগ্নিকান্ডঘটে বলে জানাযায়।

শৃঙ্গেরি বালাজি মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৮ মার্চ।। আগামী ১১ মার্চ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে পেচারডর শৃঙ্গেরি বালাজি মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী শ্রী সুধাংশু দাস, মন্ত্রী টিংকু রায়, ডক্টর ভিআর গৌরীশঙ্কর ,জি, পিএ মুরালিজি। এছাড়াও রাজ্য এবং বহিরাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। রাজ্য এবং বহিরাজ্য থেকে হাজারো হাজারো পূর্ণার্থীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে বলে জানা গেছে। শৃঙ্গেরি বালাজি মন্দির ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটি পর্যটন স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

বিজেপি সরকার কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি রাজ্যে বেকার সংখ্যা বাড়ছে: যুব কংগ্রেস সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। সামনেই লোকসভা নির্বাচন। এবারে একপ্রকার কিছুটা নড়ে চড়ে বসল প্রদেশ কংগ্রেস। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ধরলেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

এদিন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেস ৫টি প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছে। রাহুল গান্ধীর নির্দেশেই এই প্রতিশ্রুতিগুলি গোটা দেশেই সাধারন মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তারা। শুক্রবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে যুব কংগ্রেস সভাপতি বলেন বিজেপি তার কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি। ২০২৪ সালে বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল তার একটাও পূরণ করেনি তারা। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে বিজেপির শাসনে মানুষ দিশেহারা।

তিনি আরো বলেন, ত্রিপুরা এখন গোটা দেশের নেশায় প্রথম স্থানে রয়েছে। অন্যদিকে গোটা দেশের বেকারের হার যেখানে ১০ শতাংশ, সেখানে ত্রিপুরার বেকারত্বের হার গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ শতাংশে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।